P-8, Ittefaq
13 June 2022

বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে পদ্মা সেতু

ইয়াকুব আলী

ডিসেম্বর, ১৯৯৬। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকায় ফিরছিলাম। তখন মোবাইল ছিল না। হাতে ঘড়িও ছিল না। আরিচা ঘাট থেকে বিকেলে রওনা হয়ে নগরবাড়ীঘাটে পৌঁছার পর এপার আসতে হয়। ঘাটে বাস-ট্রাকের দীর্ঘ সারি। একাই ভ্রমণ করছিলাম। কখন বাসটি ফেরিতে উঠবে কি না ভেবে সেটি বুঝে নিয়ে বাসেই বসে থাকি। কখনো ঝিমুনি আসে, আসে তন্দ্রা। ফেরিঘাটের নৈমিত্তিক হইচইয়ে নানা রকম শব্দে ঘুমানোর উপায়ও নেই। মনে পড়ে, আমাদের বাস যখন ফেরিতে মাঝনদীতে তখন দূরের মসজিদের মাইক থেকে ভেসে আসছিল ফজরের আজান। এভাবে সারাটি রাত কেটে গিয়েছিল ফেরি পার হতে। এর দেড় বছর পর ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু। একটি সেতুর কারণে বদলে গেছে গোটা উত্তরবঙ্গের চালচিত্র। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে লাখ লাখ মানুষ। শস্যাবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে কৃষিজমিতে। ফল, ফসল, সবজি থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গে উৎপাদিত সব ধরনের পণ্য ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। গতি সঞ্চার হয়েছে দেশের অর্থনীতিতে।

যান নিয়ে ফেরিতে কেবল পদ্মা নদী পাড়ি দিতে লাগে এখন ৩৫ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু ফেরিতে ওঠার সিরিয়ালের অপেক্ষা? দুই-তিন ঘণ্টা থেকে সাত-আট ঘণ্টা। ঈদের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনো তার চেয়েও বেশি সময় কেটে যায় ফেরিঘাটে। ফেরির অপেক্ষমাণ অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে রওনা করা কত মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ত্যাগ করেছে পথের ওপর। আবার আবহাওয়ার মতিগতি ভালো না থাকলে অনিশ্চয়তার শেষ নেই। কখনো দুই-তিন দিন বন্ধ থাকে ফেরি সার্ভিস। এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে আর যা-ই হোক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটতে পারে না। এছাড়াও নদী পারাপারে ফেরি দুর্ঘটনায় নৌকাডুবিতে কত প্রাণহানির ঘটনাই-না ঘটেছে। এখানেই পদ্মা সেতুর গুরুত্ব নিহিত।

যমুনা সেতুর চেয়েও আরো বেশি সম্ভাবনা নিয়ে জাতির জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে পদ্মা সেতু। এপারে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া আর ওপারে শরীয়তপুরের জাজিরা। দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার ও প্রস্থ ১৮ দশমিক ১০ মিটার। ২৫ জুন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। যমুনা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার আগে পদ্মার ওপর সেতুর কথা কারো মাথায় আসেনি। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় বসেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ১৯৯৯ সালেই হয় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ফলে সরাসরি উপকৃত হবে তিন বিভাগের ২১ জেলার মানুষ। এগুলো হলো খুলনা বিভাগের খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা; বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী। বহু পথ ঘুরে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে কোনো কোনো জেলার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পদ্মা সেতু খুলে দিলে চাপ কমবে পাটুরিয়া ঘাট ও যমুনা সেতুর ওপর। এই প্রথম শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরসহ আরো কয়েকটি জেলার সঙ্গে ঢাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর দূরত্বও কমে যাবে বহুলাংশে। ঢাকা থেকে বরিশালের দূরত্ব কমবে প্রায়

১০০ কিলোমিটার। ঢাকার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে বরিশালের দূরত্ব ২৪২ কিলোমিটার। সায়েদাবাদ থেকে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে এই শহরটির দূরত্ব হবে ১৫৬ কিলোমিটার। আবার গাবতলী থেকে আরিচা হয়ে ঝিনাইদহ-যশোর হয়ে খুলনার দূরত্ব ২৯২ কিলোমিটার। পদ্মা সেতুর রুট হবে ২৪৭ কিলোমিটার। বরিশাল থেকে তিন ঘণ্টায়, খুলনা থেকে চার ঘণ্টায়, ফরিদপুর থেকে দুই ঘণ্টায়, যশোর থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছানো যাবে।

কেবল মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, মালামাল পরিবহনেও আসছে গতি। যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর, সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর, বাগেরহাটের মোংলা বন্দর, পটুয়াখালীর পায়রাবন্দরের পণ্য ঢাকা ও অন্যান্য শহরে পৌঁছে যাবে সহজেই। মোংলা ও পায়রা বন্দরের কারণে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভারী শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টির কথা বলছেন অর্থনীতিবিদরা। মোংলা বন্দর এলাকায় বেশ কয়েকটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এবং গড়ে উঠছে গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী শিল্প। একদিকে বন্দর আর অন্য দিকে ঢাকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সময় কমে আসা পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেও মনে করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ওপরও চাপ কমবে।

খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুরের মাছ, যশোরের সবজি আর ফুল, বরিশালের ধান ও পান, সাতক্ষীরার আম-লিচুসহ অন্য ফলফলাদি ও মুরগি সহজেই পৌঁছবে ঢাকায়। এসব এলাকার বহু পণ্য দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বাইরে যেত না। ঢাকার বাজারে বৃহত্তর ফরিদপুরের মাছ পাঠানোর কথা চিন্তাও করা যেত না। অথচ গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও ফরিদপুরের বিল ও নিম্নাঞ্চলগুলো মুক্ত জলাশয়ের মাছের জন্য বিখ্যাত। সেতুর কারণে এসব জেলার সব ধরনের কৃষিপণ্য অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকার বাজারে দ্রুত যেতে পারবে। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম-সিলেটসহ বড় বড় জেলাশহরগুলোতেও এসব পণ্য প্রবেশের সুযোগ পেতে যাচ্ছে। যশোরের ফুল রাজধানীসহ সারা দেশে বাজারজাত করা হয়। দেশে ফুলের বাজার দিন দিন বড় হচ্ছে। সেতু চালু হলে বিদেশে ফুল রপ্তানিরও দ্বারোন্মোচন ঘটবে। মোদ্দা কথা, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষি খাতে বড় ধরনের গতিশীলতা আসছে।

পর্যটকদের কাছে এক বড় আকর্ষণের নাম সুন্দরবন ও কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের কারণেই সুন্দরবনের প্রতি অদম্য আগ্রহ রয়েছে শিক্ষার্থী ও পর্যটকদের মধ্যে। এতদিন যাওয়া-আসার দীর্ঘ সময়ের ঝক্কি এবং অনিশ্চিত পদ্মা পাড়ি দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পূর্ব মধ্যাঞ্চলের অনেকেই সুন্দরবন ভ্রমণের উৎস[illegible] হারাতেন। পর্যটনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের মানুষের কা[illegible] কুয়াকাটা-সুন্দরবন আর দিল্লি দূর অস্ত থাকছে ন[illegible] [illegible] নেই। এখন কিন্তু মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের প্রত[illegible] গ্রামের লোকজনও [illegible] অহর[illegible] কক্সবাজার, সিলেট যাওয়া-আসা করছেন। তা[illegible] তালিকায় নতুন করে যুক্ত হবে সুন্দরবন ও কুয়াকা[illegible] আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লোকজন অহরহ [illegible] পর্যটন বিস্ময় কক্সবাজার, পাহাড়-অরণ্যের নীল [illegible] সিলেট এবং ভাটির হাওর পরিদর্শনে। আর স[illegible] দেশের মানুষ ছুটবে একবারের জন্য হলেও নি[illegible] চোখে দেশের দীর্ঘতম সেতুটি দেখতে। দৃষ্টিন[illegible] আলোকসজ্জা পদ্মা সেতুকে আলোকিত করে রা[illegible] রাতেও। [illegible] সেতুর লাইটিং হচ্ছ[illegible] আলোর ছটা। শুধু পদ্মাপারের মানুষ [illegible] [illegible] সারা দেশ থেকে ছুটে আসবে সৌন্দর্যপিপাসু মানু[illegible] [illegible] করে সেতুকে কেন্দ্র করেও পর্যটন খাতে বি[illegible] [illegible]।

প্রমত্তা পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণে প্রকৃ[illegible] চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক। একে তো প্রবল স্রোত। [illegible] ওপর ঢেউ। [illegible] প্রকৌশলীদের। মাটির স্তর না পেয়ে পাইলিং ক[illegible] গিয়েও ছিল প্রতিবন্ধকতা। [illegible] আছে বলেই পদ্মা সেতু তৈরি করেছেন প্রকৌ[illegible] বিশ্বের বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ। এটি আম[illegible] জন্য গৌরবের। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা য[illegible] প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সেতু পুরোপুরি চালু [illegible] দেশের জিডিপিতে এটি ১ দশমিক ২ শতাংশ অ[illegible] রাখবে। বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করছেন, আগামী [illegible] বছরের মধ্যে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পদ্মা [illegible] অবদান ২ শতাংশের কাছাকাছি চলে যাবে।

পদ্মা সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, সমগ্র দেশের সংযোগ সেতু। দক্ষিণ-পশ্চিমা[illegible] পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করছে এ [illegible] আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও চোখরাঙানিকে মেরে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের টাকায় পদ্মা [illegible] নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের অর্থন[illegible] সম্ভাবনা ও ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জননেত্রী [illegible] হাসিনার আপসহীন, অনড় ও অবিসংবাদিত ন[illegible] প্রমাণিত হয়েছে, 'আমরাও পারি'। পদ্মা [illegible] আত্মনির্ভরতার প্রতীক। পদ্মা [illegible] বাংলাদেশের একটি বড় সম্পদ। এটি আ[illegible] অহংকার। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতীক।

● লেখক : সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অ[illegible]
(প্রেস অ্যান্ড মিনিস্টিরিয়াল পাবলিসিটি)
অধিদপ্তর

ittefaqeditorial@gmail.com

P-8, Ittefaq, 13 June 2022

ট্রান্সফরমার চুরি : সরিষার ভিতরেই কি ভূত?

করোনার ধকল কাটাইয়া স্বাভাবিক জীবনে ফিরিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে মানুষ। নানান প্রতিকূলতাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে হইতেছে তাহাদের। এই সকলের মধ্যেও থামিয়া নাই অসাধু ব্যক্তি-গোষ্ঠীর অনৈতিক কর্মকাণ্ড। দিন বাড়িতে গাঁ উজার হইবার মতো ইহাদের সংখ্যা। কোথায় নাই ইহারা? উদাহরণ হিসাবে আমরা বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা তুলিয়া ধরিতে পারি। ঘরে ঘরে আলো পৌঁছাইয়া দিতে সরকার যেই মহৎ প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন ঘটাইয়াছে, তাহাকে ম্লান করিয়া দিতেছে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চোরেরা। এই ধরনের চোরদের উৎপাত অতীতেও ছিল, সম্প্রতি তাহাদের দৌরাত্ম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত এক বৎসরের ব্যবধানে দেশের পাঁচটি জেলা হইতেই চুরি হইয়াছে প্রায় সাড়ে চার শত ট্রান্সফরমার। ইহাতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট বাড়িয়াছে, যাহার ফলে শিল্পকারখানার উৎপাদন-বিপণন বিঘ্নিত হইয়াছে। আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে রাত কাটাইতে হইয়াছে অন্ধকারের মধ্যে। যেইখানে একটি নূতন ট্রান্সফরমারের সংযোগ পাইতে লম্বা সময় অপেক্ষার প্রহর গুনিতে হয়, সেইখানে একটি সচল ট্রান্সফরমার চুরি হইয়া গেলে ভোক্তার ভোগান্তি কোন পর্যায়ে উপনীত হয়—তাহা সহজেই অনুমেয়।

ট্রান্সফরমার চুরির ফলে মোটা দাগে যেই সমস্যাটি মাথাব্যথার কারণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইল, সেচব্যবস্থা বিঘ্নিত হইয়া কৃষি উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটা। ইহার পাশাপাশি কলকারখানা শাটডাউন করিতে বাধ্য হইতেছেন উদ্যোক্তারা, বাসাবাড়ির ভোগান্তি চরমে উঠিতেছে—শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় ঘটিতেছে ব্যাঘাত। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হিমশিম খাইতেছেন ভুক্তভোগীরা। কোনো কোনো এলাকায় ট্রান্সফরমার চোরকে ধরাইয়া দিতে পুরস্কারও ঘোষণা করা হইতেছে। টিম গঠন করিয়া রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা চলিতেছে। নানামুখী উদ্যোগের পরও মিলিতেছে না নিষ্কৃতি। অভিযোগ রহিয়াছে—সংশ্লিষ্ট বিভাগের একশ্রেণির অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী এই অপকর্মের সহিত যুক্ত। ভুক্তভোগীদের দাবি, বড় আকৃতিবিশিষ্ট ট্রান্সফরমার এত উঁচু হইতে নামানো সাধারণ মানুষের পক্ষে দুষ্কর; সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজন জড়িত না হইলে এই ধরনের দুষ্কর্ম দিনের পর দিন চালাইয়া যাওয়া কঠিন। পরিস্থিতি বিবেচনায় ভুক্তভোগীদের যৌক্তিক অভিযোগ আমলে লইতেই হয়। এমনিতেই মহামারি শেষে নূতন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইবার সময় এখন। এমন একটি সময়ে বিদ্যুতের গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম চুরি বন্ধ করিতে না পারিলে ফলাফল নেতিবাচক হইয়া উঠিবে—উৎপাদন হইতে শুরু করিয়া জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহার কুপ্রভাব পড়িবে। বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চোরদের ধরিতে না পারিবার ব্যর্থতার দায় রহিয়াছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীরও। তাহাদের নাকের ডগা দিয়া ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা রুটিনে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে কী করিয়া? গ্রামাঞ্চলে গ্রাম পুলিশই-বা করিতেছে কী? নিয়মানুযায়ী প্রথম বার ট্রান্সফরমার চুরি হইলে নূতন ট্রান্সফরমার লইতে গ্রাহককে মোট মূল্যের অর্ধেক বহন করিতে হয়। ইহার পর চুরি হইলে পুরা আর্থিক দায়ভার বর্তায় গ্রাহকের উপর। সাধারণ গ্রাহক এই নিয়ম মানিয়া লইবেন কেন? মানুষের রোজগার কমিয়াছে। আয়ব্যয়ের সমন্বয়সাধনে মানুষ কর্মমুখী হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ট্রান্সফরমার চুরি করিয়া মানুষকে ভোগান্তিতে ফেলানো কিংবা কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের রোজগারের পথ রুদ্ধ করিয়া তোলা দেশকে পিছনের দিকে টানিবার শামিল।

একদা 'ট্রান্সফরমার নিরাপদ যন্ত্র' আবিষ্কারের সংবাদ শোনা গিয়াছিল। তাহার বাস্তবায়নের বিষয়ে পরবর্তীকালে কোনো খবর শোনা যায় নাই। এই জাতীয় আরো উদ্যোগ লওয়া হইতেছে না কেন—ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নিয়মিত ট্রান্সফরমার চুরির ঘটনা ঘটিতেছে, ট্রান্সফরমার চুরির সময় ঘটিতেছে প্রাণহানির ঘটনাও। ইহার পরও ট্রান্সফরমার চুরি বন্ধে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না কেন? ট্রান্সফরমার চুরি বন্ধ করিতে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপাদনব্যবস্থা সচল রাখিবার স্বার্থেই শুধু নহে, গ্রাহক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-সংযোগ নিশ্চিতে সরকারের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করিবার প্রশ্নেও ইহা অতি জরুরি।

খুলনা : ১০ কোটি টাকায় নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ভিলেজ সুপার মার্কেট

P-16/Ittefaq—ইত্তেফাক 23/06/22

ডুমুরিয়ায় ভিলেজ সুপার মার্কেট কাজে আসেনি

মার্কেট পরিচালনা কমিটি বলছে, কৃষকদের দাদন না দেওয়া, মিটারে স্বচ্ছ পরিমাপে ক্রেতাদের অনাগ্রহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার আন্তরিকতার অভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে

■ এনামুল হক, খুলনা অফিস

উদ্বোধনের পর দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হলেও কাজে আসেনি ডুমুরিয়ার 'ভিলেজ সুপার মার্কেট'। প্রায় ১০ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে আধুনিক মানের দৃষ্টিনন্দন মার্কেটটি ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারছে না। ফলে মার্কেটটিতে বিক্রেতাও আসছে না। মার্কেট পরিচালনা কমিটি বলছে, কৃষকদের দাদন না দেওয়া, মিটারে স্বচ্ছ পরিমাপে ক্রেতাদের অনাগ্রহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার আন্তরিকতার অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভিলেজ সুপার মার্কেট মালিক সমিতি সূত্র জানায়, ২০১৫ সালে ডুমুরিয়া উপজেলার টিপনা গ্রামের শেখ বাড়ির সামনে 'ভিলেজ সুপার মার্কেট' নামে আধুনিক মানের দৃষ্টিনন্দন মার্কেট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

...বুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
...oo.com, সার্কুলেশন ফোন : ৫৫০১২০২৭। www.ittefaq.com.bd, e-mail: ittefaqpressrelease@gmail.com

ডুমুরিয়ায় ভিলেজ সুপার

P-2/16/Ittefaq 23/06/2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

ইন্টারন্যাশনাল এনজিও 'সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া'। উদ্যোগটি বাস্তবায়নে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে দুই একর ১০ শতক জমির ওপর নেদারল্যান্ডের অর্থায়নে ১০ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয়ে মার্কেটটির আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয় ডিপো, ১০ হাজার লিটার উৎপাদন ক্ষমতার চিলার আইস ফ্যাক্টরি, মসজিদ, ইলেকট্রিক্যাল ম্যাকানিক্যাল রুম, হর্টি ক্যালচার প্রসেসিং জোন, হর্টি প্যাকেজিং জোন, অ্যাকোয়া প্রসেসিং জোন, অ্যাকোয়া প্যাকেজিং জোন, অ্যাকোয়া আড়ত, হর্টি আড়ত, ব্যাংক, চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, ফার্মার ট্রেনিং সেন্টার, অফিস সিকিউরিটি রুম, টয়লেট জোন, বাউন্ডারি ওয়াল ইত্যাদি। নির্মাণকাজ শেষে ২০১৮ সালে মার্কেটটি উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু উদ্বোধনের পর দীর্ঘ তিন বছর অতিবাহিত হলেও মার্কেটটি জমেনি।

সম্প্রতি সরেজমিনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দেখা যায়, ২০টি মাছ বিক্রির ঘরের মধ্যে মাত্র একটি ঘরে অল্প কিছু মাছ বিক্রির জন্য আনা হয়েছে। বাকি ঘরগুলো ফাঁকা পড়ে আছে।

এলাকার কৃষক মো. সাইফুল ইসলাম, মোক্তার হোসেন, মনিরুল ইসলাম জানান, মার্কেটটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল এলাকার তৃণমূল কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে সরাসরি কৃষিপণ্য (ফলমূল, শাকসবজি, দুধ, মাছ ইত্যাদি) ক্রয় করে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর আগোড়া সুপার শপে বিক্রি করা। সেই সঙ্গে বিদেশেও রপ্তানি করা। এছাড়া কৃষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কিন্তু কোনো উদ্দেশ্যই সফল হচ্ছে না। কারণ মার্কেটে কোনো ক্রেতাই নেই। ক্রেতা না থাকায় বিক্রেতাও আসছে না। ফলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখন মার্কেট কোনো কাজে আসছে না।

মাছ ব্যাপারী ক্রেতা তৈয়বুর রহমান বলেন, মার্কেটটি প্রধানত দুটি কারণে জমছে না। এখানে মিটারে শাকসবজি, ফল ও মাছ ওজন করা হচ্ছে। ফলে আড়তদারদের কাছ থেকে ক্রেতারা বা ব্যবসায়ীরা ওজনে বেশি পণ্য নিতে পারছে না। কিন্তু অন্য মার্কেটে দাড়িতে ওজন করায় আড়তদাররা তাদের ওজনে বেশি পণ্য দিয়ে দেয়। এতে উৎপাদনকারীরা ঠকে যায় আর ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। এখানে সেই সুযোগ নেই।

মার্কেটটির মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল আজিজ বলেন, মার্কেট কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এ মার্কেট থেকে কিনে বিদেশে বা বড় শহরগুলোর আগোড়া সুপার শপে বিক্রি করবে। সেই কারণে মাসে ৫ হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ঘর নিয়েছিল ব্যবসায়ীরা কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিও তারা রক্ষা করেনি। তাছাড়া লাভের তিন ভাগের এক ভাগ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে দিতে হয়। বছরের চার-পাঁচ মাস বেচাকেনা ভালো হয়, তবে বাকি সময়ে নিজেদের পকেট থেকে ঘর ভাড়া দিতে হয়। দাদন দিয়েও আমরা চেষ্টা করেছি টাকা মেরে দিয়ে আর আসে না। তাছাড়া এই এলাকার সবজি খুব ভালো। এই সবজি খুলনা বিভাগসহ ঢাকায় চালান যায়। সেটাও তারা বিদেশে রপ্তানি করতে পারছে না। এসব কারণে মার্কেট দিন দিন অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়ার ফাইন্যান্স ম্যানেজার মিজানুর রহমান বলেন, সিজনে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হয়। দুধ বিক্রির সেন্টারটি ব্র্যাককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি হয়। ইউরোপের দেশগুলো যে নিখুঁত সবজি চায় এখানে তা উৎপাদন হয় না। ফলে সবজি বিক্রি এখন বন্ধ আছে। চালু হওয়ার পর গত বছর বিদেশে একটি চালান গিয়েছে।

CE
/ Power
rbine of

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৯ আষাঢ় ১৪২৯
২৩ জুন ২০২২

মৌলভীবাজার : ফানাই-আনফানাই নদীর পাশে রেললাইনে বন্যার পানি — ইত্তেফাক

কুলাউড়ায় রেললাইনে বন্যার পানি

P-7 Ittefaq 23 June 2022

গতি কমিয়ে চলছে ট্রেন

কুলাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার হরিপদ সরকার মোবাইল ফোনে জানান, গেল তিন দিন ধরে ঐ স্থানে বন্যার পানি বাড়ছে। পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ট্রেন চলাচল যে কোনো সময় বন্ধ হতে পারে

■ মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার বরমচাল ও ছকাপন রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেল সড়কে বন্যার পানি উঠেছে। যে কোনো সময় সারা দেশের সঙ্গে সিলেট অঞ্চলের রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বরমচাল ও ছকাপন রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী ফানাই-আনফানাই নদীর ঐ স্থানের প্রায় ২০০ ফুট রেললাইনে পানি উঠেছে। সময় যতই যাচ্ছে, ততই বাড়ছে পানি। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে ঐ স্থানের রেললাইন। স্থানীয় বাসিন্দা কলিমউল্লাহ বলেন, 'ঐ স্থানে এখন গতি কমিয়ে ট্রেন চলাচল করছে। তবে পানি বাড়তে থাকলে কী হবে জানি না।' গেল কয়েক দিন থেকে টানা ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে হাকালুকি হাওরের তীরবর্তী কুলাউড়া, জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলার অধিকাংশ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। কম-বেশি বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এখনো অব্যাহত থাকায় নতুন নতুন এলাকার ঘরবাড়িতে উঠছে পানি। প্লাবিত হচ্ছে বিভিন্ন এলাকা। বৃদ্ধি পাচ্ছে হাওরের পানি। এই পরিস্থিতিতে রেললাইনের ঐ স্থানসহ কুলাউড়ার বিভিন্ন স্থানের রেললাইনে পানি ওঠায় রেল চলাচল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন স্থানীয়রা। বরমচাল ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. সাজ্জাদ আলী সাজু জানান, ফানাই-আনফানাই নদী এলাকায় বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতকালের তুলনায় পানি আজকে দুপুর পর্যন্ত অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কুলাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার হরিপদ সরকার মোবাইল ফোনে জানান, গেল তিন দিন ধরে ঐ স্থানে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেললাইনের দুটি স্থানে এক থেকে দুই ইঞ্চি ওপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির স্রোত কম থাকায় গতি কমিয়ে ট্রেন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। তবে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ট্রেন চলাচল যে কোনো সময় বন্ধ হতে পারে। তিনি আরো বলেন, রেলওয়ের প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্টরা জায়গাটি পরিদর্শন করছেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে গেল কয়েক দিনের পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে কুলাউড়া থেকে সমশেরনগর ও কুলাউড়া থেকে মাইজগাঁও পর্যন্ত গতি কমিয়ে ট্রেন চলাচলের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Road Transport and Bridges
Bridges Division
Bangladesh Bridge Authority
Dhaka Elevated Expressway PPP Project
Setu Bhaban, New Airport Road, Banani
Dhaka-1212
www.bba.gov.bd

P-11
Ittefaq
23 June 2022

Memo No: 50.00.0000.551.00.326.2022-916 Date: 22/06/2022

Invitation of Expression of Interest (EOI)
for
Preparing a Comprehensive Audio-Visual Documentation on "Construction of Dhaka Elevated Expressway PPP Project"

Ministry/ Division	:	Ministry of Road Transport and Bridges, Bridges Division
Agency	:	Bangladesh Bridge Authority
Procuring Entity	:	Project Director, Dhaka Elevated Expressway PPP Project
Procuring Entity District	:	Dhaka
Project Name	:	Dhaka Elevated Expressway PPP Project
EOI for Selection of	:	Consulting Firm (s) for "Preparing a Comprehensive Audio-Visual Documentation on Construction of Dhaka Elevated Expressway PPP Project"
EOI Ref No.	:	50.00.0000.551.00.326.2022-916
Date	:	22/06/2022
Procurement Method	:	Quality & Cost Based Selection (QCBS)
Source of Fund	:	GOB (Development)
EOI Closing / Submission Date &Time	:	On or before 3.00 PM on 01/08/2022
EOI Submission Place	:	Office of the Project Director, Dhaka Elevated Expressway PPP Project, Bangladesh Bridge Authority, 9th floor, Setu Bhaban, New Airport Road, Banani, Dhake-1212.
Brief Description of Assignment	:	The Scope of the Assignment include: (i) To study all reports from the inception of the project to the date, collect various documents (audio-video, animation, photographs and documents etc.) from consultant and contractor and prepare a script for filming the salient features, the existing lives and livelihood of local population (socio-economic aspects) and environmental considerations (ecological) also needs to be recorded. (ii) Continuous filming and record keeping of all activities as work progresses. Sub-phased into three months to make documentations manageable and evaluated by the DEEP and BBA. (iii) Record the expectations of the BBA and impact of the lives and livelihood of the local population as well as overall economic/ ecological aspects. Duration shall be 36 (Thirty Six) months from the date of commencement of services.
Experience, Resources and Delivery Capacity Required	:	Interested Firm(s) must provide information indicating that they are qualified to perform the services (Brochures, registrations, Profile, availability of appropriate skills/experts among staff etc): 1. Background of the firm(s) with general and overall experience including company's brochure. 2. Summary of similar projects/services completed during the last 10 years. This shall be supported by authenticated completion certificate issued by the competent concerned authority. 3. Availability of appropriate skills staff (list of relevant professional staff, their qualification and experience). 4. Average Annual Turn Over of the firm(s) during the last 3 years (Audited financial reports of the firm(s) or Substantiated by relevant documents). 5. Company's Incorporation Certificate/Registration Certificate, Trade License, VAT Registration Certificate, Income Tax Certificate, Bank Solvency Certificate.

Other Details	:	Submission of EOI should be in hard bound form bearing the name and address of the EOI no & date and be addressed to the EOI issuing Authority. The EOI shall be submitted in one original and two copies, duly marked as "ORIGINAL" and/or "COPY" (both copies), in two separate envelopes. All these envelopes shall then be placed in a cover envelope duly marking the name and address of the EOI no & date and be addressed to the EOI issuing Authority. The page no. of the EOI shall be marked serially on every page. In the event of any discrepancy between the original and the copies, the original shall prevail. The EOIs submitted either in loose form or spiral binding shall not be entertained.
Association with Other Local Firm(s)	:	Association with other Firm(s): a) Interested firms may associate with other firms (Domestic or International) to enhance their qualifications but should mention whether the association is in the form of "Joint Venture (JV)" or "Sub-Contractor/Sub-Consultancy". In case of association with other firm(s) all members of such "association" shall have real and well defined input of assignment. b) In case of JV, lead partner must have completed at least 01 (one) similar works. c) In addition to the above the JV shall have to comply with the experience mentioned in "Experience, Resources and Delivery Capacity required" collectively. d) The experience of the "sub-contractors/sub-consultants" will not be considered for evaluation. e) Not more than three joint venture partners (including the lead partner) shall be allowed to form a JV for submission of their interest under this EOI. f) In case of JV the authorized representative shall be from the lead partner.
Name of Official Inviting EOI	:	A H M S Aktar
Designation of Official Inviting EOI	:	Project Director.
Address of Official Inviting EOI	:	Office of the Project Director, Dhaka Elevated Expressway PPP Project, Bangladesh Bridge Authority, 9th floor, Setu Bhaban, New Airport Road, Banani, Dhaka-1212.
Contact Details of Official Inviting EOI	:	Phone: +88 02 55040401 Email: pddee2019@gmail.com

The Procuring entity reserves the right to accept or reject any or all EOI's without assigning any reason whatsoever.

The client shall not responsible for any costs or expenses incurred by the firm(s) in connection with the preparation or delivery of the EOI.

24/06/2022

(A H M S Aktar)
Project Director
Phone: 55040401
E-mail:pddee2019@gmail.com

স-১৬৮৯ (১৮×৩)

৩২ বছরে সাত জেলার হাওর অঞ্চলে জলাধার কমেছে ৮০ শতাংশ

আলোচনাসভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

১৯৮৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিগত ৩২ বছরে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত জেলার হাওর অঞ্চলের শুষ্ক মৌসুমের জলাভূমির পরিমাণ কমেছে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগেরও বেশি। ফলে হাওর এলাকায় মৌসুমি বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট পানি ধারণ করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা মারাত্মকভাবে কমে এসব এলাকায় দ্রুত বন্যা হচ্ছে। এক গবেষণায় ১৯৮৮, ১৯৯৫, ২০০২, ২০১৩ ও ২০২০ সালের স্যাটেলাইট ইমেজ ক্লাসিফিকেশনের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘হাওর এলাকার ভূমি ব্যবহারের কয়েক দশকের পরিবর্তন ও এবারের বন্যার ব্যাপকতা’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনাসভায় এসব তথ্য বলেন বক্তারা। এটি আয়োজন করে নগর পরিকল্পনাবিদদের সংগঠন ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইপিডি)। বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. শাকিল আকতারের তত্ত্বাবধানে ও ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (আইপিডি) সহযোগিতায় হাওর এলাকার ১৯৮৮-২০২০ সালের শুষ্ক মৌসুমের জলাভূমি এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন সম্পর্কিত এই গবেষণাটি করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ও পরিকল্পনাবিদ ইনজামাম-উল হক রিফাত। যার গবেষণাকালের ব্যাপ্তি ছিল ২০২১ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের জুন। যা গবেষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের গবেষণার অংশও ছিল।

গবেষণাটির সারাংশ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন—আইপিডির পরিচালক চৌধুরী যাবের সাদেক, পরিকল্পনাবিদ হামিদুল হাসান নবীন, পরিবেশবিদ ফরহাদুর রেজা, এস এম মারুফ আহমেদ এবং গবেষক ইনজামামুল হক রিফাত ও মারিয়া মেহরিন।

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ১০ আষাঢ় ১৪২৯

২৪ জুন ২০২২

দেশ ও জনগণকে রক্ষায় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের বিকল্প নেই

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাসভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশ ও জনগণকে রক্ষায় আমাদের হাওর-বাঁওড়, নদী-খাল, জলাশয়-জলাভূমির প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, বর্তমানে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির কারণে জনজীবনে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ বন্যার পেছনে বাংলাদেশসহ ভারতের আসাম, মেঘালয়, চেরাপুঞ্জির অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত যেমন দায়ী, তেমনি আমাদের প্রাকৃতিক হাওর-বাঁওড়, নদনদীসহ বিভিন্ন জলাশয়-জলাভূমির অবাধে দখল করে ভরাটের দায়কেও অস্বীকার করা যায় না। আইনের শাসনের অভাবে সারা দেশেই নদী-খাল, জলাশয়-জলাভূমি ভরাট চলছে নির্বিচারে। একই সঙ্গে আমাদের নদীগুলোর নাব্য সংকটের কারণে পানি ধারণক্ষমতাও কমেছে মারাত্মকভাবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে ‘বন্যা পরিস্থিতি : নদী খাল ও জলাধার সংরক্ষণের গুরুত্ব ও করণীয়’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এই ভার্চুয়াল আলোচনাসভার আয়োজন করে।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মাকসুদ হাসেম বলেন, পরিমিত বৃষ্টি কৃষক ও পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যার তীব্রতা বেড়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভূমি ব্যবহারও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্লাবনভূমিতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হলে বন্যার ভয়াবহতা এতটা হতো না। কোনো স্থানের উন্নয়ন কার্যক্রমেই যেন প্লাবনভূমি নষ্ট না হয়, সে বিষয়টি নীতিমালার মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মো. সিরাজুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, ডিসেম্বর ২০২০-এ খালের দায়িত্ব পাওয়ার পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন খাল পুনরুদ্ধারে কাজ করছে। জিরানি, মান্ডা, শ্যামপুর, কালুনগর—এ চারটি খাল পুনরুদ্ধারে কাজ করা হয়েছে।

নগর গবেষণা কেন্দ্রের সেক্রেটারি সালমা এ শফি বলেন, আমাদের একটি ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যান প্রয়োজন। যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তার ইমপ্যাক্ট স্টাডি করা অপরিহার্য। জনগণকে প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন কারণ তারাই তাদের এলাকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালো জানে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনে হাওরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল ও কৃষিজমিতে বসতবাড়ি, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে উঠছে। সড়কগুলো আমাদের বন্যার পানি সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী বলেন, শহরে বসবাসরত মানুষের নিত্যদিনের কিছু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস জলাবদ্ধতা তৈরি করে। বিশেষত এক বার ব্যবহৃত প্লাস্টিক, পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, মোড়ক যত্রতত্র ফেলা জলাবদ্ধতার একটি বড় কারণ। শৈশব থেকে সুঅভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও মানুষের কষ্টের শেষ নেই

বিশুদ্ধ পানির জন্য দীর্ঘ লাইন

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, জৈন্তাপুর থেকে

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বানভাসি মানুষের কষ্টের শেষ নেই। বেশির ভাগ মানুষ বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গরু-ছাগল, হাঁস মুরগি হারিয়ে চোখে আঁধার দেখছেন। হাওর ও নদী তীরবর্তী এলাকার অবস্থা অপরিবর্তীত। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ও খবারে সংকট রয়েছে। পাঁচটি পয়েন্টে সুরমা-কুশিয়ারার পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মৌলভীবাজারে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত। সিলেটে নদনদীর পানি কোথাও বাড়ে, কোথাও কমে। কোন কোন স্থানে দুই নদীর পানি একত্রিত হয়ে ফুলে উঠে মানুষকে শঙ্কায় রেখে দিয়েছে। এমনি দৃশ্য দেখা যায় শুক্রবার দুপুরে সিলেট-ঢাকা সড়কের সিটি করপোরেশন এলাকার লাউয়াই সড়কে। চন্ডিপুল পর্যন্ত পানি শুধু বাড়ছিল।

সিলেটে কুশিয়ারার পানি আবারও বৃদ্ধি পেয়ে জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথের অবস্থা খারাপ হয়। সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহ শুক্রবার সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে বলেন, ‘বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে কোন কোন স্থানে পানি বাড়ছে। বন্যার্তদের জন্য সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে যেসব বেসরকারি ত্রাণ আসছে তা বিশৃঙ্খলভাবে বণ্টন হচ্ছে।’

সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জানান, সিলেট বিভাগের ১ হাজার ৫০৪টি আশ্রয় শিবিরে শুক্রবার পর্যন্ত ২ লাখ ৭৮ হাজার লোক রয়েছে। এ পর্যন্ত সিলেটে ১ হাজার ৩৯৭ টন চাল, নগদ ২ কোটি ৭ লাখ টাকা, ১৪ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার এবং সুনামগঞ্জে ১ হাজার ১৫৫ টন চাল, ১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা, ২৯ হাজার প্যাকেট শুকনো খাদ্য দেওয়া হয়েছে। হবিগঞ্জে ৪১৫ টন চাল, ১৫ লাখ টাকা, ৫ হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার এবং মৌলভীবাজারে ৫৫৫ টন চাল, ১৮ লাখ টাকা, ৮ হাজার ৮০০ প্যাকেট শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

এদিকে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, এসএমপি, জেলা পুলিশ, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সংস্থা দিনরাত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ করে যাচ্ছে। শুক্রবার এসএমপি কমিশনার নিশারুল আরিফ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পরিতোষ ঘোষসহ পুলিশের কর্মকর্তারা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণ করেন। সিলেট ৪৮ বিজিবির লে. কর্নেল মো. সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে দোয়ারাবাজারের দুর্গম গ্রামের ৮০০ লোকের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দেন।

শুক্রবার আকাশে কড়া রোদে সীমান্তে উঁচু পাহাড়ের দৃশ্য চোখ ধাঁধালেও বাড়িঘর, রাস্তাঘাটের ক্ষতচিহ্ন আর বানভাসি মানুষের ত্রাণের জন্য দীর্ঘ লাইন ও হুড়াহুড়ির দৃশ্য ছিল করুণ। জৈন্তা-গোয়াইনঘাটসহ বিভিন্ন স্থানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের মোবাইল ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্লান্টের সামনে বিশুদ্ধ পানির জন্য শিশুসহ মানুষের দীর্ঘ লাইন বলে দেয় এই অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির কি অভাব। আশ্রয় শিবির ও বাসাবাড়িতে

এখনো বহু লোক আশ্রয়শিবিরে, জলে-স্থলে ত্রাণের বহর

সিলেটে বন্যার তাণ্ডবে ২২ হাজার ঘরবাড়ির ক্ষতি

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেটের বন্যাকবলিত এলাকা থেকে P-2, Ittefaq 26 June 2022

সিলেটের আকাশে রোদের ঝলকানি থাকলেও বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ লেগেই আছে। ভারতের বরাক নদের মোহনায় শনিবার দুপুরে সুরমা ও কুশিয়ারার পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এ সময় কানাইঘাটে সুরমা নদী বিপৎসীমার ৬২ সেন্টিমিটার, অমলসীদে কুশিয়ারা ৭৯ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। সিলেট নগরী ও সুনামগঞ্জে শহরের কাছে সুরমা নদী বিপৎসীমার নিচে নেমেছে। তবে কুশিয়ারাতীরবর্তী ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও মৌলভীবাজারের অনেক স্থানে মানুষের অবস্থা খুব খারাপ।

বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব। পানিবাহিত রোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে বিশুদ্ধ পানির চাহিদা মেটাতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন জায়গায় বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে পানি বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। সিলেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ ১১ লাখ ১০ হাজার ট্যাবলেট, ৫ হাজার ৫০০ পানির জেরিক্যান বিতরণ, পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে শুক্রবার পর্যন্ত ২৫ হাজার গ্যালন পানি দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন জানান, এসব প্লান্ট ঘণ্টায় ৬০০-৭০০ গ্যালন পানি শোধন করতে সক্ষম। তিনি জানান, এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২২ হাজার ঘরবাড়ির ক্ষতি : এদিকে কোনো কোনো স্থানে বন্যার পানি ধীরে ধীরে নামছে। তবে বাড়িঘরের অবস্থা খারাপ থাকায় অনেকেই আশ্রয়শিবির থেকে ঘরে ফিরতে পারছেন না। যারা ফিরেছেন, কারো চাল নেই, কারো ঘরের বেড়া, কারো ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম। অনেকের ভিটা শূন্য। এখনো ২ লাখ ৭৮ হাজার লোক আশ্রয়শিবিরে। সিলেট বিভাগীয় অফিস সূত্র জানায়, সিলেট বিভাগে চলতি বন্যায় ২২ হাজার ১৫০টি ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির চিত্র নিরূপণ হচ্ছে।

জল-স্থল ত্রাণের বহর : সিলেট ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন সড়কে এখন ত্রাণবাহী ট্রাক-পিকআপের বহর। সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, এসএমপি, জেলা পুলিশ, কোস্টগার্ড, ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণে ভরা ছুটে চলা স্পিডবোট ও নৌকার বহর অন্যরকম অনুভূতি জাগায়। সিলেট ও সুনামগঞ্জের বানভাসিদের সহায়তায় সর্বমহলের প্রচেষ্টা সত্যিই এক অনুপম দৃষ্টান্ত। সিলেট শহরের বড় বড় কমিউনিটি সেন্টারে দিন-রাত শুকনা খাবার বা রান্না করা খাবার প্যাকেট হয়ে হাওরের দিকে যাচ্ছে। তার পরও অনেক স্থানে ত্রাণের স্বল্পতার খবর আসছে। কারণ ঘরে অনেকের এক বেলারও খাবার নেই।

এদিকে বিভাগীয় প্রশাসন ত্রাণসহায়তায় শৃঙ্খলা দিতে কমিটি গঠন করেছে, যাতে সবাই ত্রাণ পায়। বিআইডব্লিউটিএ নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেট জেলার বন্যার্তদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেকের দিকনির্দেশনায় বন্যা শুরুর পর থেকে নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জের অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

৩০ জন বাবুর্চি প্রতিদিন রান্না করছেন ১ হাজার জনের খাবার : সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি জুবিলি উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণে আরেক দৃশ্য দেখা যায় শনিবার সকালে। সারিবদ্ধ চুলায় বড় বড় ৩০টি হাঁড়িতে চলছে রান্না। পাঁচ জন বাবুর্চি ১০ জন কর্মী নিয়ে রান্না করে চলেছেন বন্যার্তদের খাবার। রান্না শেষ হলেই এক পরিবারের পাঁচজন খেতে পারেন এমন পরিমাণ খিচুড়ি ভরা হচ্ছে প্লাস্টিকের বাক্সে। প্রতিটি বাক্সে দেওয়া হচ্ছে পাঁচটি সেদ্ধ ডিম। এভাবে ১ হাজার বাক্স বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেনাবাহিনীর কাছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেগুলো নিয়ে ছুটে যান প্রত্যন্ত গ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে।

ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত সুনামগঞ্জের মানুষকে খাওয়ানোর জন্যই এই আয়োজন। এই আয়োজন করা হচ্ছে দুটি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায়। তারা জানান, টানা এক সপ্তাহ জেলার বন্যার্ত ৪০ হাজার মানুষকে এক বেলা এভাবেই দেওয়া হবে এই খাবার। সূত্র জানায়, সুনামগঞ্জে বন্যার্তদের খাবার বিতরণের এই উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রামের আলহাজ মোস্তফা হাকিম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও আলহাজ হোসনে আরা মনজুর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক হলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলম।

কার্যক্রমের সমন্বয়ে থাকা মোহাম্মদ পারভেজ জানান, তারা সুনামগঞ্জে এসেছেন বৃহস্পতিবার। শুক্রবার থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৪০ হাজার মানুষকে এক বেলা খাবার প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী, লোকবলসহ সবকিছু চট্টগ্রাম থেকেই নিয়ে এসেছেন। শুক্রবার ১ হাজার মানুষের এক বেলার খাবারের বাক্স তুলে দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে। সেগুলো সদর উপজেলার কাঠইর ও মোহনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিতরণ করা হয়। শনিবার খাবার বিতরণের জন্য একই উপজেলার লক্ষ্মণশ্রী ও মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে নেওয়া হয়। গত ১৬ জুন থেকে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে সুনামগঞ্জের বন্যাকবলিত মানুষ চরম খাদ্যসংকটে আছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দুর্গত মানুষকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে চলেছে।

বন্যায় সোয়া ৪ হাজার

প্রথম পৃষ্ঠার পর P-1/11, Ittefaq 30 June 2022

শুকনো খাদ্য, রান্না করা খাদ্য, তেল চাল ডালের সঙ্গে লবণ মরিচ আলু, সবজি ভরা ট্রাক নিয়ে মানুষ ছুটছে হাওরে হাওরে। খেয়ে না খেয়ে তারা দিনের পর দিন বানভাসি মানুষের পাশে রয়েছেন। আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক সুমন মঙ্গলবার ৬০টি ট্রাকে করে ৬০ লাখ টাকার ত্রাণ নিয়ে সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

বন্যায় সোয়া ৪ হাজার কি.মি সড়কের ক্ষতি

সিলেট-সুনামগঞ্জে পরিস্থিতির উন্নতি নেই, বাড়ছে পণ্যমূল্য

P-1/11, Ittefaq, 30 June 2022

■ সিলেট অফিস

সিলেট-সুনামগঞ্জে নদনদীর পানি উঠা-নামার কারণে বন্যা পরিস্থিতি প্রলম্বিত হচ্ছে। সুরমা, কুশিয়ারার বেশ কয়েকটি স্থানে এখনো পানি বিপৎসীমার ওপরে। এতে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এদিকে বন্যার পানিতে রাস্তাঘাটসহ বিভিন্ন স্থাপনা ভেঙে পড়েছে। তবে কত জানমাল, মাছের খামার, প্রাণিসম্পদ ভেসে গেছে বা মারা গেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়, সিলেট ও সুনামগঞ্জে সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং এলজিইডির ৪ হাজার ৩৬০ কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে। এতে জেলা সদরের সঙ্গে উপজেলা সদরের অনেক সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর থেকে জেলা সদরে আসতে ৩০ মিনিটের পথ। কিন্তু ভুক্তভোগী একজন বলেন, 'সড়ক তো নয়, এটা গর্তময় পথ। সিএনজি অটোরিকশায় তারা চার ঘণ্টায় ঐ পথ পাড়ি দিয়েছেন।'

ভয়াবহ বন্যায় ভেঙে পড়া সড়ক যোগাযোগ পুনর্গঠন সর্বাগ্রে জরুরি বলে মনে করছে প্রশাসনসহ সাধারণ মানুষ। কারণ অনেক স্থানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঠিকভাবে পৌঁছাতে না পারায় পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বানভাসিদের দুর্ভোগ বেড়েই চলছে। সূত্রমতে, সড়ক ও জনপথের সিলেটের ১৭টি ও সুনামগঞ্জের আটটি সড়কের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এগুলো মেরামতের জন্য আপাতত ২০ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

তবে কোনো কোনো স্থানে সড়ক চলাচল উপযোগী করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৎপর হয়েছে। সেজন্য প্রাথমিক সড়ক মেরামত কাজ শুরু হয়েছে। গোয়াইনঘাটে ক্ষতিগ্রস্ত ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার রাস্তা সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সংস্কার করা হয়েছে।

অভাবনীয় ত্রাণ তৎপরতা : এবার ভয়াবহ বন্যায় সরকারি ত্রাণ তৎপরতার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ অভাবনীয়। যে যা পারছেন তাই নিয়ে নেমে পড়েছেন বন্যার্তদের পাশে। পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

ল আজহা উপলক্ষ্যে দেশে ফ্রিজের বিক্রি অ
'কনকা' ফ্রিজ। দেশে উৎপাদিত কনকা ব্র্যান্ডের

P-16/2, Ittefaq, 28 June 2022

বাতাসে আবর্জনা পচা দুর্গন্ধ পানিবাহিত রোগের প্রকোপ

সিলেট-সুনামগঞ্জে বন্যা কমলেও দুর্ভোগ কমেনি

■ হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী, সিলেট বন্যাকবলিত এলাকা ঘুরে

সিলেট ও সুনামগঞ্জের কোনো কোনো এলাকায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও দুর্ভোগ কমেনি। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে এখনো পানি বিপৎসীমার ওপরে বইছে। যেসব এলাকায় পানি কিছুটা কমেছে, সেখানে ময়লা ও আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। শহর ও গ্রামে একই অবস্থা। বন্যাকবলিত এলাকায় পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে। ডায়রিয়া, আমাশয়, সর্দি-কাশি, জ্বর ও চর্মরোগে ভুগছে মানুষ। গত শুক্রবার এক দিনেই সুনামগঞ্জে ৯২ জন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে ৬২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুনামগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. আহমদ হোসেন জানিয়েছেন, ১২৩টি মেডিক্যাল টিম বন্যা উপদ্রুত এলাকায় কাজ করছে।

টাংগুয়ার হাওর পাড়ের কৃষক আমিন উদ্দিন বলেন, ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে ক্রমেই বেড়ে চলছে দুর্ভোগ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ময়লা-আবর্জনায় পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। বাতাসে দুর্গন্ধ।

এবারের বন্যায় না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা যায়নি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী
গতকাল সোমবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাকবলিত মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগবালাই প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি গতকাল সকালে হেলিকপ্টারে করে দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখেন। পরে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের সম্মেলন কক্ষে সিলেট বিভাগের বন্যা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি বলেন, এবারের বন্যায় না খেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় একজনও মারা যায়নি, এটাই বড় প্রাপ্তি। বন্যা-পরবর্তী অসুখ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য বিভাগ প্রস্তুত। বর্তমানে সিলেটে ১৪০টিরও বেশি মেডিক্যাল টিম কাজ করছে। প্রস্তুত রয়েছে আরো ২ হাজারের বেশি কর্মী। বন্যাকবলিত এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গত ১৮ জুন বন্যায় পানি ঢুকে তলিয়ে যায় হাসপাতালের নিচতলা। বিদ্যুৎ না থাকায় ব্যাহত হয় চিকিৎসাসেবা। পানি ঢুকে নষ্ট হয়েছে হাসপাতালের রেডিওথেরাপি, সিটিস্ক্যান ও এমআরআই যন্ত্র। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সও নষ্ট হয়ে গেছে।

ওসমানী হাসপাতালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা না থাকা ও চিকিৎসাসেবা বিঘ্নিত হওয়া প্রসঙ্গে পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বাতাসে আবর্জনা

P-16/2, Ittefaq, 28 June 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে এমন জলাবদ্ধতা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পরে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন মন্ত্রী। এ সময় সিলেট সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) হিমাংশু লাল রায়, ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া, মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সুরমা-কুশিয়ারা দুটি পয়েন্টের পানি এখনো বিপৎসীমার ওপরে

সোমবার সিলেটের সুরমা-কুশিয়ারার দুটি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কানাইঘাটে সুরমা বিপৎসীমার ৭০ সে.মিটার, ফেঞ্চুগঞ্জে কুশিয়ারা ১ মিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় কুশিয়ারা তীরবর্তী জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, সিটি করপোরেশনের কিছু এলাকা এবং সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরসহ বেশ কয়েকটি উপজেলায় এখনো বন্যার পানি থইথই করছে। গতকাল দুপুরেও ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারে বন্যার পানি ছিল। নগরীর সুরমা তীরবর্তী কুশিঘাট, মেন্দিঘাট, ঝালপড়া, কুয়ারপাড় ও দক্ষিণ সুরমাসহ নিচু এলাকায় এখনো বন্যার পানি রয়েছে। বাড়িঘর, হাটবাজার থেকে বন্যার পানি খুব ধীরে নামছে। এতে বানভাসিরা খাদ্য, বিশুদ্ধ পানিসহ নানা সংকটে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন।

ত্রাণ তৎপরতা : সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সিলেট বিভাগের প্রায় অর্ধকোটি মানুষ এবারের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম অঞ্চলে ত্রাণ পাঠানো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই অনেক স্থানে বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়াও সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, পুলিশ, কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যাপক হারে ত্রাণ তৎপরতা চলছে।

সিলেটের দক্ষিণ সুরমা সংবাদদাতা জানান, উপজেলার অধিকাংশ মানুষ পানিবন্দি। ঘরে ও রাস্তায় এখনো পানি রয়েছে। যেভাবে পানি কমছে, তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে আরো এক সপ্তাহ লাগবে। নতুন করে বৃষ্টিপাত হলে পানি বাড়তে পারে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে এখনো মানুষ রয়েছেন। উপজেলার মোগলাবাজার, দাউদপুর, জালালপুর, সিলাম, লালাবাজার, তেতলী ইউনিয়ন বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ছাতক সংবাদদাতা জানান, সিলেট ও সুনামগঞ্জে প্রাণহানির সংখ্যা অর্ধশত। বেসরকারি বিভিন্ন সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায়। ছাতক-দোয়ারাবাজারের সংসদ সদস্য মুহিবুর রহমান মানিক বলেছেন, তার নির্বাচনি এলাকায় অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। দোয়ারাবাজারে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ওসি জানান।

পুরো বর্ষাকাল জুড়ে বন্যা থাকতে পারে

P-3, Ittefaq
26 June 2022

জুলাইয়ে আসছে বড় বন্যা

■ আনোয়ার আলদীন

সিলেট, সুনামগঞ্জসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যাকবলিত এলাকা থেকে ধীর গতিতে পানি নামছে। উন্নতি হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির। তবে মধ্যাঞ্চলে বন্যার পানি বাড়ছে। এতে ছয় জেলায় বন্যার অবনতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অথবা শেষ সপ্তাহে যমুনা অববাহিকায় বড় বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী সেপ্টেম্বর অব্দি বর্ষাকাল জুড়ে বন্যা হতে পারে। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্তও স্থায়ী হতে পরে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাধীন ১০৯টি নদীর মধ্যে পদ্মা-যমুনা, গঙ্গা-পদ্মা, ধরলা, কুশিয়ারা, তিতাস ও দুধকুমারসহ ৯টি প্রধান নদনদীর পানি ১৮টি পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আবহাওয়া সংস্থাগুলোর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৩৬ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে ও উজানের বিভিন্ন অংশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা কম।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া গতকাল ইত্তেফাককে বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কিশোরগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হতে পারে। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া ও জামালপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি হতে পারে। একই সময়ে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলার নিম্নাঞ্চলে স্বল্পমেয়াদি বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

পাউবোর প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রহ্মপুত্র নদের পানি চারটি, যমুনার পানি পাঁচটি, সুরমার তিনটি এবং কুশিয়ারা নদীর দুটি স্থানে পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তিস্তার পানি কমতে পারে। এ সময়ে ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি স্থিতিশীল থাকতে পারে। একই সঙ্গে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

আরিফুজ্জামান ভূঁইয়া বলেন, এই বন্যা শেষ নয়, জুলাইয়ের দ্বিতীয় বা শেষ সপ্তাহেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরেকটি বড় বন্যার ঝুঁকি আছে। মৌসুমি বায়ু সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছে। সামনে ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা যমুনা অববাহিকা ধরে উত্তরবঙ্গে বিস্তার লাভ করতে পারে।

কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ ইত্তেফাককে বলেন, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বাংশে লা-নিনা অবস্থান করায় এই বর্ষায় আরো বন্যার আশঙ্কা আছে। লা নিনা অবস্থান করলে সে বছর ভারতীয় উপমহাদেশে গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এবং গড় বন্যা পরিস্থিতির তুলনায় বেশি এলাকা প্লাবিত হয়। জুলাইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে দেশে ব্যাপক বন্যার আশঙ্কা আছে। তিনি বন্যা পূর্বাভাসের নানা তথ্য উপাত্ত ও বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি প্রবাহের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ বলেন, চিলমারী থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত যমুনার পানিপ্রবাহ বিপদ সংকেত দিতে শুরু করেছে। মধ্যাঞ্চলে তথা ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর চাঁদপুর এবং মুন্সীগঞ্জে পানিপ্রবাহ বাড়তে থাকবে। দেশে মধ্যাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা আছে। বাংলাদেশে মাত্র বর্ষাকাল শুরু হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ ও বিস্তার শুরু হয়েছে মাত্র কয়ে[ক] সপ্তাহ। বর্ষা মৌসুম এখন অক্টোবর পর্যন্ত গড়ায়। লা নিনা কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত এবং বন্যা হয়, বৃষ্টিপাতের সঙ্গে 'মেডেন জুলিয়ান ওসিলেশন' (গ্রীষ্মমণ্ডলী[য়] আবহাওয়ার [illegible]) এর সম্পর্ক আছে। বর্তমানে 'মেডে[ন] জুলিয়ান ওসিলেশন' দুর্বল অবস্থায় আছে। জুলাইয়ের দ্বিতী[য়] সপ্তাহে এটি সক্রিয় হবে। তখন এটি অবস্থান করবে ভার[ত] মহাসাগরের ওপর। এতে বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড মেঘ এ[বং] জলীয় বাষ্প তৈরি হবে। বাতাস মেঘের পুরোটাই বাংলাদেশে[র] দিকে নিয়ে আসে। তখনই মেঘালয় ও আসামে অতিভারী বৃ[ষ্টি] শুরু হবে। সেই বিবেচনায় জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আরেক[টি] বন্যার আশঙ্কা আছে।

আবহাওয়া গবেষকদের একটি স্বাধীন দল বাংলাদে[শ] ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি) তাদের পূর্বাভা[সে] জানিয়েছে, সিলেট বিভাগে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে তবে কিশোরগঞ্জ জেলা ও যমুনা নদী অববাহিকায় আরে[া] অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জুনের শেষের দিকে [ও] জুলাইয়ের শুরুতে দেশের উত্তরাঞ্চলে নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে[র] বন্যাপ্রবণ নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি দীর্ঘ সময় ধরে স্থিতিশী[ল] বা চলতে পারে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াটা[র] অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের (আইডব্লিউএফএম) অধ্যাপক এ কে এম সাইফুল ইসলাম বলেন, আগামী সেপ্টেম্ব[র] পর্যন্ত পুরো বর্ষাকাল জুড়ে বন্যা হতে পারে। অক্টোবরে[র] মাঝামাঝি পর্যন্তও স্থায়ী হতে পারে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হওয়ায় এবার বন্যা ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চ[লে] ব্যাপকভাবে গাছ এবং পাহাড় কাটা হচ্ছে। পাহাড়গুলো পা[নি] শোষণ করতে পারত। গাছ-পাহাড় কাটার কারণে পানিশো[ষণ] করতে পারছে না। এছাড়া মৌসুমি বায়ু হঠাৎ করে তীব্র শ[ক্তি] নিয়ে হিমালয়ের উঁচু পাহাড়গুলোতে আছড়ে পড়ছে, যার ফ[লে] ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা এবার বর্ষাকালে একাধিকবার ঘট[তে] পারে।

P-1/15, Ittefaq, 29 June 2022

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আশপাশের এলাকায় পুনর্বাসনের জন্য নতুন করে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ছাড়াও শহরের রেল ক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণ করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া অন্যও কোথায় ওভারপাস, আন্ডারপাস দরকার আছে কি-না তা খুঁজে বের করতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি নৌ রুটে কালভার্টের পরিবর্তে ব্রিজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। গতকাল একনেক সভায় মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি সংশোধিত। নতুন প্রকল্পে বরাদ্দ এবং সংশোধিত প্রকল্পে বাড়তি বরাদ্দ মিলিয়ে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ২১৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল (জিওবি) থেকে ১ হাজার ৮৭৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৩৪১ কোটি ১৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করায় বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। একইসঙ্গে অর্থ সচিব গভর্নর হওয়ায় তাকেও অভিনন্দন জানানো হয়। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এখন আর নতুন প্রকল্প নেওয়া হবে না। তবে পুরনো প্রকল্পগুলোকে সংস্কার এবং প্রয়োজনে রাস্তার বাঁক ভেঙে সোজা করতে হবে। সভায় ১১৯ কোটি ৫০ লাখ টাকায় মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমাতে স্থায়ীভাবে মসলার উৎপাদন বাড়াতে মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র এখন পর্যন্ত ২২টি মসলা জাতীয় ফসলের ৪৭টি জাত উদ্ভাবন করেছে।

P-1/15, Ittefaq, 29 June 2022

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন —পিআইডি

একনেক সভায় ১০ প্রকল্প অনুমোদন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দ্রুত পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ক্ষতিগ্রস্ত অংশে রাস্তার বদলে সেতু বা কালভার্ট নির্মাণের নির্দেশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে দ্রুত পুনর্বাসন কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেইসঙ্গে সিলেট, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত অংশে আর রাস্তা না করে ব্রিজ বা কালভার্ট করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রধানমন্ত্রী এই অনুশাসন দেন। বৈঠক শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গণভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, সুনামগঞ্জে ভয়ংকর বন্যা হয়েছে। সড়ক সেতু ভেঙে গেছে। হাওর বা বন্যা প্লাবন এলাকায় সড়ক নয় ব্রিজ অথবা কালভার্ট নির্মাণ করতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যাতে পানি চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি না হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সিলেট ও এর

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

সিলেট বিভাগে বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের তীব্র সংকট

P-16, Ittefaq, 3 July 2022

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

সিলেট বিভাগে বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে বিশুদ্ধ পানি ও গোখাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুহাম্মদ শেখ সাদি রহমত উল্লাহ জানান, এই বিভাগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেওয়া ৪৯ হাজার ১১০টি নলকূপ বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ২০ হাজার ২৩৪টি, সুনামগঞ্জে ২৭ হাজার, হবিগঞ্জে ১ হাজার ৫৯১টি এবং মৌলভীবাজারে ২৮৫টি নলকূপ পানিতে তলিয়ে গেছে। এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে স্থাপন করা অন্তত ৫০ হাজার নলকূপ বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। তিনি জানান, বিভাগের বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে ২৬ লাখ ৬ হাজার ৪০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ১১ লাখ ৭৮ হাজার, সুনামগঞ্জে ১৩ লাখ, হবিগঞ্জে ১ লাখ ১ হাজার এবং মৌলভীবাজারে ৮৫ হাজার। এর বাইরেও ১৩টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি মজুত রাখতে ১২ হাজার ১৫১টি জারিকেন বিতরণ করা হয়।

এদিকে হাওরাঞ্চলে বেঁচে থাকা গবাদি পশু নিয়ে এখন মহা বিপদে আছেন কৃষককুল। দেখা দিয়েছে গোখাদ্যের তীব্র সংকট। বানের পানিতে বহু কৃষকের খড় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এখন খাবার ও চিকিৎসা না পেলে গরুগুলোকে বিক্রি করতে হবে—এমনটাই জানালেন কৃষকরা। অনেকেই পরিবার পরিজন ও গরু-ছাগল নিয়ে থাকছেন বড় কোনো সড়কে। খাবারের অভাবে গরুগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

P-2/16, Ittefaq, 2 July 2022

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা

● দুই দিনের টানা বৃষ্টিতে বেড়ে গেছে নদী ও হাওরের পানি ● ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দাবি করেছে পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী ও আহসান হাবিব, সিলেট

দুই দিনের টানা বৃষ্টির পর গতকাল শুক্রবার সিলেট, সুনামগঞ্জের আকাশে মেঘ কেটে গিয়ে রোদের ঝলক মাটিতে এসে পড়লেও শঙ্কামুক্ত হতে পারছেন না দুই জেলার বানভাসি মানুষ। চলমান বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে দুই দিনের টানা বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলে নদী ও হাওরে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা আরো দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বন্যার ফলে এমনিতেই সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরের সঙ্গে উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তার ওপর ভারি বর্ষণ ও হাওরের উত্তাল ঢেউ পরিস্থিতিকে আরো সংকটময় করে তুলেছে। বন্যার মধ্যেও হাওর পাড়ে কোনো মতে টিকে থাকা বাড়িঘর এখন তছনছ করে দিচ্ছে 'আফাল' (ঢেউ)। পাহাড়ি ঢলে সিলেটের প্রধান নদী সুরমা, কুশিয়ারা ছাড়াও পিয়াইন, লোভাছড়া, যাদুকাটা, পাঠলাই, রক্তি, বৌলাই, চেলা, খোয়াই, মনু নদের পানি বাড়ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানায়, শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত কানাইঘাটে সুরমা বিপৎসীমার ৬৪ সেন্টিমিটার, অমলসিদে কুশিয়ারা ৮৪ সেন্টিমিটার, শেওলায় ৩২ সেন্টিমিটার এবং ফেঞ্চুগঞ্জে ১ দশমিক ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দাবি করেছে সিলেট পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থা।

সুনামগঞ্জে ৯৪ শতাংশ ও সিলেটে ৮৪ শতাংশ তলিয়ে আছে

বুধবার স্বেচ্ছাসেবী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেডক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসের (আইএফআরসি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুনামগঞ্জের প্রায় ৯৪ শতাংশ ও সিলেটের ৮৪ শতাংশ পানিতে তলিয়ে আ[...] বেশির ভাগ রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বিদ্যুৎ-সংযো[...] বিচ্ছিন্ন রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বল[...] বন্যায় বাড়ি, স্কুল এবং ফসল

পৃষ্ঠা ২ কলা[...]

সিলেট ও সুনামগঞ্জে

১৬ পৃষ্ঠার পর P-2/16, Ittefaq, 02 July 2022

তলিয়ে গেছে। শুধু মে মাসেই সিলেটে অন্তত [...] হাজার বাড়ি ও ৪১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের [...] হয়।

এদিকে বন্যাকবলিত এলাকা ঘুরে দেখা [...] বিভিন্ন স্থানের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র। ঘরে ঘরে [...] বিশুদ্ধ পানির সংকট। সুনামগঞ্জের শান্তি[...] উপজেলার পাগলাবাজার জামে মসজিদের [...] আশ্রয় শিবিরের একজন বন্যার্ত বলেন, 'ভেবে প[...] না বাড়ি গিয়ে কী করব, কী খাব। উদাম ঘরে থাক[...] হলে শাড়ি কাপড়ের বেড়া দেওয়া ছাড়া উপায় নে[...] অভ্যন্তরীণ সাড়ে ৪ হাজারের মতো রাস্তাঘাট [...] ক্ষেত্রে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এক জনপদে পরি[...] হয়েছে সিলেট-সুনামগঞ্জ। বন্যাদুর্গত এলাকায় খ[...] বিশুদ্ধ পানি, ওষুধের তীব্র সংকট রয়েছে। তবে বি[...] পর্যায়ে ত্রাণ তৎপরতাও লক্ষণীয়। যদিও এত বি[...] সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সেই ত্রাণ নিত[...] অপ্রতুল। বন্যার্তদের অনেকেই বললেন, 'বন[...] পানিতে আমাদের সবই ভেসে গেছে। খাদ্যের [...] আমাদের শাড়ি, লুঙ্গি, বিছানাপত্র এমনকি কুপি বা[...] প্রয়োজন।'

১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দাবি

চলতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় সিলেট[...] সুনামগঞ্জের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বর[...] দাবি করেছে পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্[...] বৃহস্পতিবার সিলেট নগরীর ইমজা মিলনায়ত[...] সিলেট-সুনামগঞ্জসহ হাওরাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত[...] ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে চাহিদা নিরূপণ বিষয়ক স[...] তারা এ দাবি তোলেন। এ সময় তারা বন[...] ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ভোগ লাঘবে শিক্ষার্থীদের স্কু[...] ফেরানোর জন্য শিক্ষা উপকরণ এবং পোশাক প্রদ[...] ব্যবসায়ীদের ঘুরে দাঁড়াতে বিনা সুদে ঋণ প্রদান [...] আগে নেওয়া ঋণের কিস্তি স্থগিত করা, কৃষকদের বি[...] মূল্যে সার বীজ ও কীটনাশক প্রদান, ২০১৭ সা[...] মতো এবারও বছরব্যাপী পরিবার প্রতি ৩০ কেজি চ[...] ও ৫০০ টাকা প্রদান, বিনা মূল্যে গোখাদ্যের জোগ[...] নিশ্চিত করা, বন্যা ও ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ হাজ[...] ঘরবাড়ি সরকারি খরচে মেরামত করা এবং হাওর [...] নদীর তীরবর্তী যে ৭০ হাজার বাড়ির ভিটার মাটি [...] হয়েছে সেসব বাড়ির মাটি ভরাটের জন্য সরক[...] তহবিল থেকে পরিবার প্রতি ১০ হাজার টাকা প্রদা[...] দাবি জানান। সেই সঙ্গে আরো বেশ কিছু দাবি কর[...] পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে সংগঠনে[...] সভাপতি কাসমির রেজা।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন জানায়, সুনামগঞ্জ জেলায় বন্যায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ২৫ লাখ। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা ৪৫ হাজার ২৮৮টি। এ পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে ১ হাজার ৩৫৬ টন চাল, শুকনা খাবার ২৮ হাজার বস্তা ও ২ হাজার প্যাকেট, বিআইডব্লিউটিএর প্রদানকৃত শুকনা খাবার ৭ হাজার ৫০০ প্যাকেট, ১ কোটি ৮০ লাখ ৯২ হাজার টাকা এবং প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ৫৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় বন্যার্তদের জন্য। বর্তমানে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে ২০ হাজার বন্যার্ত রয়েছেন। এছাড়া বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির কাছ থেকে জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সেল থেকে পাওয়া ২ লাখ ৬১ হাজার ৯৩৬ প্যাকেট শুকনা খাবার, ২৬ টন চাল ও ৪১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

সিলেট জেলা প্রশাসন জানায়, সিলেট জেলায় মোট ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা ২৯ লাখ ৯৯ হাজার ৪৩৩ জন। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা ৪০ হাজার ৯১টি। এ পর্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে ১ হাজার ৬১২ টন চাল, ২০ হাজার ২১৮ প্যাকেট শুকনা খাবার, ১ কোটি ৯২ লাখ টাকা এবং [...]

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক

মো. মামুন

P-9, Ittefaq, 5 July 2022

বন্যা পরিস্থিতির বাস্তবতা যে কতটা কঠিন এবং বন্যার্ত হয়ে দিনযাপন করা যে কতটা ভোগান্তির বিষয়, সেটা কেবল বন্যার্তদের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কারণ হুট করে কিংবা দুই-তিন দিনের মধ্যে বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে অপুষ্টি এবং আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণ পেতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। অনেকের ক্ষেত্রে বন্যার ক্ষতি মোকাবিলা করে পুরোপুরি আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা কখনই সম্ভবপর হয় না। প্রায় প্রতি বছরই বন্যার সম্মুখীন হওয়া দেশের উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি সিলেটের এবারের বন্যা ধারণ করেছিল অতি ভয়াবহ রূপ। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রকাশ করা নিডস অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের (এনএডব্লিউজি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছর দেশের ১৮ জেলার প্রায় ৭৬ লাখ মানুষ বন্যার শিকার। এ বছরের বন্যায় অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ, যারা আশ্রয়ের জন্য ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। ২ লাখ ২৮ হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ১৬ লাখ ঘর। বন্যায় মারা যায় ৯৫ জন মানুষ, বাদ যায়নি গবাদি পশুও। প্রায় ৮ লক্ষ গবাদি পশু আশ্রয় ও খাদ্য সংকটে ভুগছে। এদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রেও পড়েছে বিরূপ প্রভাব। এ বছরের বন্যায় দেশে পৌনে ৬ লাখ শিক্ষার্থী বন্যাকবলিত, যাদের শিক্ষাকার্যক্রম দীর্ঘসময় ধরে বন্ধ ছিল এবং এখনো আছে।

এমতাবস্থায়, প্রশ্ন হলো—প্রায় বছরগুলোতেই কেন এভাবে ভয়াবহ বন্যার শিকার হচ্ছে দেশের লাখ লাখ মানুষ? বন্যার পেছনের কারণগুলো কি মানবসৃষ্ট নাকি প্রাকৃতিক? জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কি আমরা এখনো টের পাচ্ছি না? প্রতি বছর বন্যার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতিগুলোর দায় আসলে কার? জাতিসংঘের ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামগ্রিকভাবে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ আগের সময়গুলোর থেকে অনেক বিস্তর ও গভীর। এর ফলে এখনকার বিশ্ব এমন সব বিপজ্জনক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যা গত দুই হাজার বছরেও বিশ্ববাসী দেখেনি।

এশিয়া টাইমসের নিবন্ধ মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির চরম ঝুঁকিতে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া। শিল্প বিপ্লবের পরে বিশ্বের তাপমাত্রা ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ১৯৮০ সালের পরে বিশ্বে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ। এ বছরের মে মাসে ভারতের নয়াদিল্লিতে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে প্যাসিফিক স্ট্যান্ডার্ড-এর এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহের গলনও বৃদ্ধি পেয়ে হিমালয়ের নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারত ও বাংলাদেশের যথাক্রমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাস করা ৫০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫ কোটি মানুষের বন্যা ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ভারত মহাসাগর বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই মৌসুমী বায়ু বেশি শক্তিশালী হয়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে; ফলে বিশ্বের প্রধান নদী অববাহিকাগুলো ও তীরবর্তী দেশ ও অঞ্চলগুলোতে বাড়ছে বন্যা।

এ বছরে ভারতের ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। অতিরিক্ত দাবদাহের পর শুরু হয়েছে অতিবৃষ্টি। ভারতের চেরাপুঞ্জি বিশ্বের সবচেয়ে বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা। সেখানে এবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। পুরো বছরে চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয় ৫০০০ মিলিমিটার। কিন্তু এ বছর শুধু একদিনই ৯৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল, যা গত ১২২ বছরের মধ্যে এক দিনে তৃতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত। এসব বৃষ্টির পানি বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের সবকটি জেলায় প্রবেশ করেছে। যেটার পরিণতি দেখল পুরো দেশবাসী। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সিলেট বিভাগের ৮০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে চলে গিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে আসামের গুয়াহাটিতে ও মেঘালয়েও হয়েছে অতিবৃষ্টি। ঐসব এলাকার বৃষ্টির পানি ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে এসে কুড়িগ্রাম জেলাতেও বন্যায় সৃষ্টি হয়। ভারতের আসাম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভয়াবহ বন্যার পাশাপাশি এ বছর বন্যার কবল থেকে বাদ যায়নি চীনও। চীনের দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তিক এলাকায় ১৯৬১ সালের পর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়ে রেকর্ড পানির উচ্চতায় বন্যার শিকার হয়েছে চীনের এসব এলাকার লাখ লাখ মানুষ।

অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবর্তন একটি সত্য ঘটনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সরাসরি ঝুঁকিপূর্ণ ও ভুক্তভোগী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন বৈশ্বিক ঘটনা। তাই পুরো বিশ্ব, বিশেষ করে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সেসবের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বকে নিতে হবে প্রয়োজনীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং নিশ্চিত করতে হবে তার যথাযথ বাস্তবায়ন। পাশাপাশি বৃদ্ধি করতে হবে বন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতাও। তাহলেই হয়তো বন্যার দুর্ভোগ ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেকটা রক্ষা পাবে বন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষগুলো।

● লেখক : শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

৬০ হাজার প্রসূতি ও বহু শিশু দুর্ভোগে

P-2/16, Ittefaq, 5 July 2022

সিলেট ও সুনামগঞ্জে জাতিসংঘ প্রতিনিধিদল, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনও অনেক এলাকা নিমজ্জিত

■ সিলেট অফিস ও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

সিলেট ও সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। তবে এখনো বহু এলাকা নিমজ্জিত। সুরমা-কুশিয়ারার পানি এখনো সিলেটের চার পয়েন্টে বিপৎসীমার ওপরে। এদিকে বাংলাদেশে জাতিসংঘের (ইউএন) রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর জিন লুইস বলেছেন, সাম্প্রতিক বন্যায় অনেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। উপদ্রুত এলাকায় ৬০ হাজার প্রসূতি ও বহু শিশু দুর্ভোগে রয়েছে। অবকাঠামোগত ও সম্পদেরও ক্ষতি হয়েছে। তারা সমন্বিত অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পাশাপাশি এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে তাৎক্ষণিক ও মধ্যমেয়াদি প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন।

সিলেট ও সুনামগঞ্জের বন্যাকবলিত কিছু এলাকা পরিদর্শন করে গত শনিবার রাতে সিলেট শহরতলীর গ্র্যান্ড সিলেটে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জিন লুইস আরো বলেন, সিলেটে গত ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। আগামী দিনে আরো বন্যা হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

অন্য দিকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন বিশেষ করে নিঃস্ব মানুষেরা কীভাবে আবার ঘুরে দাঁড়াবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। বহু বাড়িঘর স্থাপনা, গৃহস্থলী জিনিসপত্র এমনকি থালা-বাসন, কাঁথা-বালিশ, শিক্ষার্থীদের বইপত্র সব ভেসে গেছে। এই দুই জেলার অন্তত দেড় লাখ লোকের চাল-চুলা কিছুই নেই। তারা অন্যের আশ্রয়ে অথবা শূন্য ভিটায় মাথা চাপড়িয়ে কাঁদছে।

খোদ বিভাগীয় শহরের কাছেই দক্ষিণ সুরমা উপজেলা জলমগ্ন। কুশিয়ারা নদীতে পানি বেশি থাকায় ঐ এলাকার পানি নামতে পারছে না। ফলে অনেক স্থানে গত ১৯ দিন ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান পাট বন্ধ। সিলেটের পানি সুনামগঞ্জ দিয়ে নামে। সুনামগঞ্জেও পানি বেশি। পানি নামতে সময় লাগছে বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা। সোমবার বিকাল ৩টায় কানাইঘাটে সুরামা বিপৎসীমার ৩৫ সেন্টিমিটার, অমলসিদে কুশিয়ারা ৮১ সেন্টিমিটার, ফেঞ্চুগঞ্জে ১ দশমিক ৯৫ সেন্টিমিটার ও শেওলায় ২০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

গৃহনির্মাণ খাতে ১০ কোটি টাকা প্রদান : সরকার থেকে সিলেট জেলার ৫ হাজার পরিবারের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে গৃহনির্মাণ বাবদ। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এই টাকা বিতরণ। জেলা প্রশাসক মো. মজিবুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে সিলেটে ৫ কোটি টাকা অনুদানের চেক পাওয়া গেছে। তিনি জানান, ভয়াবহ বন্যায় সিলেট জেলায় প্রায় ৪১ হাজার পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

P-16/2, Ittefaq, 5 July 2022

৬০ হাজার প্রসূতি ও

১৬ পৃষ্ঠার পর

ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৫ লাখ পরিবারের ৩০ লাখ মানুষ ছিলেন পানিবন্দি। এখনো বন্যা পরিস্থিতি থাকায় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য আরো ৭০ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নগদ বিতরণের জন্য প্রয়োজন ৫০ লাখ টাকা। এই টাকা বরাদ্দ চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

জেলা প্রশাসন জানায়, গত ১৪ জুন শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় সিলেট সিটি করপোরেশনসহ জেলার ১৩টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়ন ও পাঁচটি পৌরসভা প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় জেলার ৪ লাখ ৮৪ হাজার ৩৮৩টি পরিবারের প্রায় ৩০ লাখ লোক পানিবন্দি হয়ে পড়েন। প্রায় ৪১ হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, হাজার হাজার হেক্টর ফসলি জমির ক্ষতি হওয়া ছাড়াও প্রাণহানি হয়েছে ১০ জনের। এখনো নিম্নাঞ্চলের অনেক ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, পুকুর, রাস্তাঘাট পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে।

সুনামগঞ্জ পরিস্থিতি : উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জে জেলা সদরসহ ১২টি উপজেলা প্লাবিত হয়ে পানিবন্দি হয়ে পড়েছিলেন ১৩ লাখেরও বেশি মানুষ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুনরায় নির্মাণের জন্য ৫ হাজার পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। বর্তমানে জেলায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হলেও এখনো বিভিন্ন উপজেলায় মানুষের বাড়িঘর, রাস্তাঘাটে বন্যার পানি আছে। পানি কিছুটা কমলেও অনেক মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে থেকে বাড়িঘরে ফিরতে পারছে না। অনেকের বাড়িঘর বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার অনেকের ঘরবাড়ি বানের স্রোতে ভেসে যাওয়ায় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে ফিরে কোথায় গিয়ে তাকবেন তারা সেই দুশ্চিন্তায় রাত কাটছে তাদের। এদিকে সুনামগঞ্জ জেলার সঙ্গে চারটি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ এখনো স্বাভাবিক হয়নি।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জানান, দ্বিতীয় দফা বন্যার তাণ্ডবে সুনামগঞ্জের ১২টি উপজেলার ৮৮টি ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রায় ৪৫ হাজার ২৮৮টি ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়েছে।

সিলেটে এক ঘণ্টা পরপর লোডশেডিং!

P-16/2, Ittefaq, 24 July 2022

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধূরী, সিলেট অফিস

গত কদিন ধরে সিলেটে তাপমাত্র বৃদ্ধির কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ১টার দিকে সিলেটে তাপমাত্রা ছিল ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে তীব্র গরমে ভোগান্তি বাড়িয়েছে লোডশেডিং। শুরু থেকেই লোডশেডিংয়ের শিডিউল বিপর্যয় চলছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব মিলিয়ে ৮-১০ ঘণ্টাই বিদ্যুৎবিভ্রাটে পড়তে হচ্ছে সিলেটবাসীকে। সিলেট নগর থেকে গ্রামাঞ্চল—সব স্থানেই বিদ্যুতের একই অবস্থা।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র জানায়, সিলেট বিভাগের চার জেলায় পিডিবির অধীন গ্রাহক আছেন ৪ লাখ ৮৫ হাজার। অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহক প্রায় ১৯ লাখ। সিলেট বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী আবদুল কাদির শনিবার বিকালে ইত্তেফাককে জানান, সারা বিভাগে ৫৫০ মেগাওয়াট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে মাত্র ২৭৮ মেগাওয়াট। প্রধান প্রকৌশলী জানালেন, সিলেট জেলায় এক ঘণ্টা পরপর লোডশেডিং করতে হচ্ছে। তিনি জানান, বিভাগীয় নগরীসহ সিলেট জেলার চাহিদা দৈনিক ১৭৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৮৭ মেগাওয়াট। প্রকৌশলীরা মনে করেন, আরো ২০ ভাগ বিদ্যুৎ পাওয়া গেলে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহরসহ সিলেট জেলার চাহিদা মোটামোটি সামাল দেওয়া যেত। এদিকে বিদ্যুতের ঘাটতি থাকায় বন্যা-পরিবর্তী সময়ে সিলেটে ব্যবসা-বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

বিদ্যুতের সংকট মোকাবিলায় দেশ জুড়ে এলাকাভিত্তিক লোডশেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ ঘোষিত সূচি অনুযায়ী লোডশেডিং করছে না। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবু
১৭১৪, ৪৭১১৫৮৮৩, e-mail: ittefaq.adsection@yahoo

সিলেটে এক ঘণ্টা

১৬ পৃষ্ঠার পর

P-16/2, Ittefaq, 24 July 2022

কর্মকর্তারা বলছেন, চাহিদার অর্ধেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সূচিও ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাম পর্যায়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছয় থেকে আট ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। রাতে প্রচণ্ড গরমে লোডশেডিংয়ে সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়তে হয়। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার বাসিন্দা আঙ্গুর মিয়া বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ দিন-রাতে তিন ঘণ্টাও বিদ্যুৎ দিতে পারছে না।

এদিকে পিডিবির আওতায় ২৯ হাজার গ্রাহক রয়েছে সুনামগঞ্জে। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রয়োজন ৯ মেগাওয়াট। কিন্তু পাঁচ-ছয় মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে পিডিবি কর্তৃপক্ষ। তাই শহর এলাকায় লোডশেডিংয়ের শিডিউল মানতে পারলেও শহরতলিতে মানা যাচ্ছে না বলে জানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

P-16/2, Ittefaq, 14 July 2022

সিলেট ও সুনামগঞ্জের পর্যটন ব্যবসায় ধস

পর্যটন খাতে প্রতিদিন ২ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে • বন্যার প্রভাবে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতাও কমেছে

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

গত ঈদুল ফিতরে সিলেটে রেকর্ডসংখ্যক পর্যটকের ঢল নেমেছিল। পর্যটন খাতে ব্যবসা হয়েছিল শত কোটি টাকার। ঈদুল ফিতরের পর সিলেট জুড়ে দুই দফা বন্যায় মারাত্মক ধস নামে পর্যটন খাতে। বন্যার কারণে এবার সিলেটমুখী হননি পর্যটকেরা। ফলে ঈদের ছুটিতে পর্যটকশূন্য ছিল সিলেটের সব কটি পর্যটনকেন্দ্র। টাঙ্গুয়ার হাওরে কয়েকটি নৌকায় করে পর্যটকেরা এসেছিলেন। কিন্তু উচ্চ স্বরে মাইক বাজানোসহ বিধি ভঙ্গের কারণে জরিমানা গুনতে হয় তাদের।

পর্যটন খাতে প্রতিদিন ২ কোটি টাকা ক্ষতি

বন্যার কারণে পর্যটন খাতে প্রতিদিন ২ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে বলে ব্যাবসায়িক নেতারা অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'প্রকৃতির কন্যা' সিলেটের জাফলং লোকে লোকারণ্য থাকার কথা থাকলেও পর্যটনকেন্দ্রটি রয়েছে পর্যটকশূন্য। হাতে গোনা কয়েক শ পর্যটকের দেখা মেলে। যে কোনো ছুটিতে জাফলং জুড়ে বিরাজ করত উৎসবের আমেজ। ঈদের ছুটিতে সাদাপাথর, রাতারগুল, বিছনাকান্দি, পান্তুমাই, লালাখাল, টাঙ্গুয়ার হাওর, হাকালুকি, লাউয়াছড়ায় পর্যটককদের ভিড় দেখা যেত। সেই স্থানগুলো এখন নীরব।

সিলেটে পর্যটক না আসায় সিলেটের পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। বিশেষ করে হোটেল-মোটেল ব্যবসায়ীরা খুব হতাশ। পর্যটক আকর্ষণ করতে ঈদের আগেই তারা হোটেল-মোটেল সংস্কার করে রেখেছিলেন। অনেক হোটেলের পক্ষ থেকে পর্যটকদের জন্য বিশেষ অফারও ঘোষণা করা হয়। একই অবস্থা পরিবহন ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ও। কিন্তু বন্যা সব স্বপ্ন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সিলেট হোটেল-মোটেল অ্যান্ড গেস্টহাউজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্র জানায়, সিলেটে প্রায় ৫০০ আবাসিক হোটেল ও গেস্টহাউজ রয়েছে। যে কোনো উৎসবের ছুটিতে এসব হোটেল-মোটেল ও গেস্টহাউজ পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সিলেট ও সুনামগঞ্জের

P-16/2, Ittefaq, 14 July 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

পর্যটকে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু এবার বেশির ভাগ হোটেল খালি। মাত্র হাজার খানেক লোকের আগমন ঘটেছে সিলেটে।

সিলেট হোটেল-মোটেল অ্যান্ড গেস্টহাউজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি এ টি এম শোয়েব জানান, এবার ঈদুল আজহার ছুটিতে সিলেটে পর্যটক সমাগম হয়নি। বেশির ভাগ হোটেল-মোটেল খালি। এমনও হোটেল আছে, যেখানে একটি রুমও ভাড়া যায়নি। হোটেলগুলোতে অগ্রিম কোনো বুকিংও নেই। তিনি জানান, দুই ঈদের ছুটি ও বর্ষা মৌসুমে সিলেটে পর্যটকদের ঢল নামে। বর্ষা মৌসুমে সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলোর সৌন্দর্যে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়। তাই পর্যটকেরাও ছুটে আসেন। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভালো ব্যবসা করে থাকেন। এবার বন্যা সবকিছু তছনছ করে সিলেটকে পর্যটকশূন্য করে দিয়েছে। এতে এই খাতের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।

ঈদের দিন মাত্র ৪২৯ জন পর্যটক লাউয়াছড়ায়

পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়নি লাউয়াছড়াসহ মৌলভীবাজারের পর্যটন স্পটগুলোতে। হতাশ হয়ে পড়েছেন বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। লাউয়াছড়া বিটের বিট অফিসার আনিছুজ্জামান বলেন, ঈদের দিন মাত্র ৪২৯ জন পর্যটক লাউয়াছড়ায় প্রবেশ করেছেন। তার মধ্যে স্থানীয়রাই বেশি। অথচ গত ঈদের সময় দিনে কমপক্ষে ৪-৫ হাজার পর্যটক যাতায়াত করেছেন। পর্যটক কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, বন্যার প্রভাব।

শ্রীমঙ্গল গ্রিনলিফ রেস্টহাউজের মালিক এস কে দাস সুমন জানান, বন্যার কারণে এবার খুব সীমিতসংখ্যক মানুষ বেড়াতে এসেছেন। অন্যান্য সময় ঈদের সপ্তাহখানেক আগে থেকে বেশির ভাগ রেস্টহাউজ-রিসোর্টের সব রুম বুকিং হয়ে যেত। এবার সব ফাঁকা। হোটেল অ্যান্ড রেস্টহাইজ সংশ্লিষ্টরা জানান, এবারের ঈদে রিসোর্টের মাত্র ৪০ শতাংশ রুম বুকিং হয়েছে। তাই আমাদের হয়তো এ বছরও লোকসান টানতে হবে।

উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের ব্যবসায়ও মন্দা

এবার স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার পর সিলেট ও সুনামগঞ্জের ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম বিপাকে। বিশেষ করে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে ব্যবসা যেন একেবারে ধসে পড়েছে। একে তো বন্যার পানিতে মালামাল ভিজে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে বন্যা-পরবর্তী সময়েও বেচাবিক্রি নেই। ব্যবসায়ীরা জানান, বন্যার কারণে গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাই বেচাবিক্রিও অর্ধেকের নিচে চলে এসেছে। বিভিন্ন শপিং মলসহ অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, দোকানের ভাড়া, কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুতের বিলও ওঠাতে পারছেন না তারা এখন। আধুনিক টেইলারিং শপের মালিকেরা বলেন, কাজ কমে গেছে। কারিগর ধরে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদিদোকানের বেশ কয়েক জন মালিক জানান, পুঁজির অভাবে তারা দোকানে মালামালও ওঠাতে পারছেন না। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য সরকার থেকে প্রণোদনার দাবি জানান তারা। অন্যদিকে বানভাসি মানুষের হাতে টাকা নেই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারছে না। নেহাত চাল-ডাল কিনতে মুদিদোকানে যাচ্ছেন। চাল-চুলাহারা নিঃস্ব মানুষের বন্যা-পরবর্তী সংকটের যেন শেষ নেই। খাদ্য, বাসস্থানসহ নানা সমস্যা লেগেই আছে। এর মধ্যে এখন ভয়াবহ বন্যার পর তপ্ত রোদে পুড়ছে সিলেট। গরমে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। ঘরে ঘরে মানুষের জ্বর, সর্দি, কাশি ও গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা দেখা দিয়েছে।

P–1
Ittefaq
20 July 2022

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

রাজউক ভবন, ঢাকা।
www.rajuk.gov.bd

গণশুনানীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর সেবা প্রত্যাশীগণের অভিযোগ ও সমস্যাবলী নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিমাসের প্রথম সোমবার এবং শেষ সোমবার সকাল ১০.০০টায় রাজউক সভাকক্ষে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইন (www.rajuk.gov.bd অথবা http://hearing.rajuk.gov.bd) এবং সরাসরি রাজউক চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করে গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করা যাবে। গণশুনানীর আবেদনে সুস্পষ্টভাবে বিষয়বস্তু (প্রমাণকসহ), নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। আবেদনের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। আবেদনকারীগণকে গণশুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য পর্যায়ক্রমে এস.এম.এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। তবে শুধুমাত্র সেবা প্রত্যাশী (আবেদনকারী অথবা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(শামীমা মোমেন)
পরিচালক
(বোর্ড, জনসংযোগ ও প্রটোকল)
(চলতি দায়িত্ব)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
ফোন-০২২২৩৩৫৮৬৬০
ইমেইল-dirbpp@rajukdhaka.gov.bd

সিলেটে ১১ হাজার বানভাসি ঘরে ফিরতে পারছে না

কুশিয়ারা অববাহিকার বাসিন্দাদের কষ্টের শেষ নেই, বহু মানুষ পানিবন্দি

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

P–16/2, Ittefaq
18 July 2022

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যার একমাস পরও শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে সিলেট ও সুনামগঞ্জের বাসিন্দারা। বেশ কয়েক দিন তাপপ্রবাহের পর শনিবার রাতে মাত্র দেড় ঘণ্টার বৃষ্টি সিলেট নগরীর বাসাবাড়ি আবারও ডুবে যায়। ঈদের আগ থেকেই তপ্ত রোদে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, পেটেরপীড়াসহ পানিবাহিত নানা রোগে মানুষ কাতর। এমনি অবস্থায় শনিবার রাতে অঝোর ধারার বৃষ্টি নগরবাসীর ঘুম কেড়ে নেয়। রাস্তায় রাস্তায় আটকে পড়ে বিভিন্ন যানবাহন। বাড়িঘর, হোটেলের নিচতলা, এটিএম বুথ ডুবে যায়। অনেকেই রাত জেগে ঘরের আসবাবপত্র সামাল দেন। এ যেন মধ্য জুনের সেই বন্যার পানির ফিরে আসা। রবিবার দিনভর আলোচনায় ছিল রাতের বৃষ্টি ও সিলেট নগরীর ভবিষ্যৎ বসবাস। বন্যা আশ্রয় শিবিরের মানুষেরা কবে বাড়ি যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। সিলেট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আহসানুল আলম জানান, সিলেটে বর্তমানে ২১৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ হাজার ৮১০ জন লোক এখনো অবস্থান করছেন।

সিলেটের নদ-নদী ও আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি বড়ই অনিশ্চিত। কুশিয়ারা এখনো বিপদসীমার উপরে। কুশিয়ারা অববাহিকার বাসিন্দাদের কষ্টের শেষ নেই। হাজার হাজার মানুষ এখনো পানিবন্দি। সিলেট আবহাওয়া অফিসের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ সাঈদ আহমদ চৌধুরী ইত্তেফাককে বলেন, রাত ১১টা থেকে মাত্র ঘণ্টার বৃষ্টিতে ৭০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। রবিবার সকাল ৬টায় ১৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি থাকবে। তবে ১৮-২৩ জুলাই পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গত জুন ভয়াবহ বন্যার পর সুরমার পানি অনেকটা কমলেও এক মাসের বেশি সময় ধরেও কুশিয়ারার পানি নামছে না। ফলে ফেঞ্চুগঞ্জ বাজারের প্রধান সড়কে এখনো নৌকা চলে। কুশিয়ারার পানি না নামায় সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জের একাংশ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাবাসী যারপর নাই কষ্টে আছেন।

সিলেট নগরীর জলাবদ্ধতা কি আদৌ দূর হবে?

গত প্রায় এক যুগে সিলেট নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ এসেছে। জলের সমস্যা নিরসনে বরাদ্দকৃত সেসব টাকা জলেই গেল কিনা নগরবাসীর মধ্যে এখন এমনটাই প্রশ্ন। শনিবার পৃষ্ঠা ২ কলাম

সিলেটে ১১ হাজার

P–16/2 Ittefaq
18 July 2022

১৬ পৃষ্ঠার পর

দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে টানা প্রায় এক ঘণ্টার বৃষ্টিতে নগরীর বেশকিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

১১টি ছড়া প্রবাহমান, তবুও জলাবদ্ধতা:

সিসিক সূত্র জানায়, সিলেট নগরীতে ছোট-বড় মিলিয়ে ১১টি ছড়া প্রবাহমান। এসব ছড়ার ১৬টি শাখা ছড়াও (খাল) আছে। এসব ছড়া-খাল সুরমা নদীতে গিয়ে মিশেছে। ছড়া-খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কিলোমিটার। এর বাইরে নালা-নর্দমা আছে ৯৭০ কিলোমিটার। নালা-নর্দমায় প্রায় সাড়ে ৬০০ কিলোমিটার পাকা ড্রেন আছে। সিসিকের প্রকৌশল শাখা জানায়, ২০০৯ সালে জলাবদ্ধতা নিরসনে ছড়া-খাল খনন ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে ১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ২০১২ সালে ২৭টি ওয়ার্ডে জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মাণে ব্যয় করা হয় ৪৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ২০১৩ সালে সিসিক মেয়র নির্বাচিত হন আরিফুল হক চৌধুরী। এ বছর জলাবদ্ধতা নিরসনে বিভিন্ন খাতে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা, ২০১৪ সালে ৭৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা, ২০১৫ সালে ১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ২০১৬- ২০১৯ অবধি ২৩৬ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

সিসিকের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, ঐ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতিতে ব্যয় হবে। তবে আমরা এখন অবধি প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পেয়েছি। সে টাকায় কিছু কাজ হয়েছে, কিছু কাজ চলমান আছে। এক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই নগরীতে জলাবদ্ধতা—এমন প্রশ্নের জবাবে নূর আজিজ বলেন, গত মাসের ভয়াবহ বন্যার পানিতে পলিমাটি ভেসে এসে আস্তরণ পড়েছে ড্রেনে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যতত্র ময়লা-আবর্জনা। এজন্য জলাবদ্ধতা। তিনি বলেন, দ্রুত ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হবে। তবে ড্রেনের মাধ্যমে পানি যাতে দ্রুত নেমে যায়, সেজন্য নগরবাসীকেও সচেতন হতে হবে। আমরা ড্রেনের মুখে জাল বসিয়েছিলাম। কিন্তু সেইসব নেট এখন নেই। নেট থাকলে পানি চলে যেত, ময়লা-আবর্জনা আটকে যেত।

কাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপা
adsection@yahoo.com, সার্কুলেশন ফোন : ৫৫০১২০২৭ | www.ittefaq.com.bd,

গোদাগাড়ীতে হারিয়ে যাচ্ছে ধানের গোলা

P-7 Ittefaq 3 August 2022

■ গোদাগাড়ী (রাজশাহী) সংবাদদাতা

গোদাগাড়ীর বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কৃষকের ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন ধানের গোলা। আগে প্রতিটি কৃষকের বাড়িতে ধান রাখার জন্য থাকত ধানের গোলা। এখন যেন স্মৃতি হয়ে রয়েছে ধানের গোলা। মাঠের পর মাঠ ধানখেত থাকলেও অধিকাংশ কৃষকের বাড়িতে নেই ধান মজুত করে রাখার বাঁশ-বেত ও কাদা দিয়ে তৈরি গোলাঘর। অথচ এক সময় কন্যা পাত্রস্থ করতেও বর পক্ষের বাড়ি থেকে ধানের গোলার খবর নিত কনে পক্ষের লোকজন, যা এখন শুধু রূপকথা। গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে বাঁশ দিয়ে গোল আকৃতির তৈরি করা ধানের গোলা বসানো হতো উঁচুতে। গোলার মাথায় থাকত টিনের বা খড়ের তৈরি পিরামিড আকৃতির টাওয়ারের মতো, যা দেখা যেত অনেকদূর থেকে। গোলা নির্মাণ করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় আগে দক্ষ শ্রমিক ছিল। গ্রামাঞ্চলে বাড়িতে বাড়িতে বাঁশ, বাঁশ কাটিয়ে কবরি ও কাঁচি দিয়ে প্রথমে গোল আকৃতির কাঠামো তৈরি করা হতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্গ অথবা আয়তক্ষেত্র আকারে গোলা তৈরি করা হতো। এরপর তার গায়ের ভেতরে-বাইরে মাটির আস্তরণ লাগানো হতো। এর মুখ বা প্রবেশপথ রাখা হতো বেশ ওপরে যেন চোর-ডাকাতরা চুরি করতে না পারে। ধান বের করার জন্য অনেকে নিচে বিশেষ দরজা রাখত। ধানের গোলা বসানো হতো উঁচুতে। গোলার মাথায় থাকত বাঁশ ও খড়ের তৈরি বা টিনের তৈরি ছাউনি। গোদাগাড়ী এলাকার কৃষক নতুন বলেন, আমার দাদা, তারপর আমার বাবা ধানের গোলায় ধান রাখলেও আমরা সেই স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছি। কৃষক লালু বলেন, আমার দাদার আমলে ধানের গোলা ছিল। এখন ধান রাখার জন্য মাটির তৈরি কুঠি বা ধানের গোলা দরকার হয় না। এখন ঘরে বস্তায় ধান রেখে দেওয়া হয়। এখন কৃষকের ধান চলে যাচ্ছে একশ্রেণির ফড়িয়া ও আড়ত ব্যবসায়ীর দখলে। টিনের সিমেন্ট দিয়ে পাকা ইমারতের গুদাম ঘরে মজুত করে রাখা হচ্ছে হাজার হাজার টন ধান চাল। অনেক ক্ষুদ্র কৃষক বস্তা ও বাক্সে ভর্তি করে রাখছে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে উৎপাদিত ধানচাল। আগামী প্রজন্মের কাছে গোলাঘর একটি স্মৃতিতে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক গুদামঘর ধানচাল রাখার জায়গা দখল করছে। ফলে গোলাঘরের ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে।

গোদাগাড়ী (রাজশাহী) : উপজেলার বলিয়াঘাটা গ্রামের একটি ধানের গোলা

পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেটে পণ্যবাহী যানের ধর্মঘট শুরু

নিষেধাজ্ঞা থাকায় সিলেটের সাড়ে ৫ লাখ লোক তিন বছর বেকার

■ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস

P-16 & P-2 Ittefaq 31 Oct 2022

পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সিলেটের অন্তত সাড়ে ৫ লাখ লোক দীর্ঘ তিন বছর থেকে বেকার জীবন কাটাচ্ছে। সিলেট পাথরসংশ্লিষ্ট জীবিকা নির্বাহকারী ব্যবসায়ী ও শ্রমিক ট্রাক পরিবহনের নেতা সাব্বির আহমদ জানান, বর্তমান ডলার সংকটের সময় পাথর আমদানি না করে দেশের পাথর উত্তোলন মঙ্গল নিয়ে আসবে। একই সঙ্গে বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, অনেক নদীতে পাথর জমাট হয়ে নদীর গতিপথ পালটে যাচ্ছে।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মুজিবুর রহমান রবিবার রাতে ইত্তেফাককে বলেন, কোয়ারি থেকে পাথর উত্তোলন নিয়ে ইতিমধ্যে সরকারের উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি কাজ করছে। কমিটি পাথর উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া যাবে কি না এবং দেওয়া হলে কী পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলন হবে—সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কমিটির সদস্যরা আগামী ৩ নভেম্বর সিলেট আসার কথা রয়েছে। এর আগেও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি টিম এলাকা পরিদর্শন করেছে। জেলা প্রশাসক বলেন, 'এ বিষয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের গঠিত

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাক
০১১৭০০, বার্তা ফ্যাক্স : ৪১০১০১৭৭-৮, মফস্বল ফোন : ৪১০১০১৭২, বিজ্ঞাপন-ফোন : ৫৫০১১৭১৪, ৪৭১১৫৮৮

পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা

১৬ পৃষ্ঠার পর P-16 & P-2, Ittefaq, 31 Oct. 2022

কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে যে পাথর কোয়ারিতে কী পরিমাণ পাথরের মজুত আছে, তা উত্তোলন করা যাবে কি না। আর গেলে কী পদ্ধতিতে হবে।

এদিকে পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেট বিভাগীয় ট্রাক, পিকআপ ভ্যান ও কাভার্ড ভ্যান মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদ রবিবার দিবাগত মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত সিলেট জেলায় ৪৮ ঘণ্টার পণ্যবাহী যান ধর্মঘট আহ্বান করেছে। দাবি পূরণ না হলে ৩ নভেম্বর থেকে সিলেট বিভাগে পণ্য পরিবহন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি।

সিলেট জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমদ ফয়েজ বলেন, সিলেটে অন্য কোনো শিল্প কারখানা নেই। পাথর শিল্পের ওপর নির্ভর করে পরিবহন মালিকরা এ ব্যবসায় জড়িত। এই মুহূর্তে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে কিস্তিতে কেনা অন্তত ৩০ হাজার ট্রাকের মালিক কিস্তি দিতে পারছেন না। এসব পরিবহনের লক্ষাধিক শ্রমিক বেকার। সরকারের কাছে দাবি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাথর উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া হোক।

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) সিলেট বিভাগীয় সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাহ শাহেদা আক্তার বলেন, সিলেটের কোয়ারি যখন থেকে ইজারা দেওয়া হচ্ছে, তখন থেকে তা ম্যানুয়াল বা হাতে উত্তোলনের জন্যই ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু কখনোই ম্যানুয়ালি পাথর উত্তোলন করা হয়নি। ভারী যন্ত্র ব্যবহার করে মাটিতে গভীর গর্ত করে পাথর উত্তোলন করা হয়েছে। প্রশাসনিক নজরদারি এমনকি উচ্চ আদালতের আদেশের পরেও যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হয়নি।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম বলেন, পাথর উত্তোলনে শ্রমিকরা নয়, বরং লাভবান হন মুষ্টিমেয় পাথর ব্যবসায়ী ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িতরা।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চারটি, গোয়াইনঘাট উপজেলায় দুইটি এবং কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর উপজেলায় একটি ও সিলেট বিভাগের অপর তিন জেলায় কয়েকটি কোয়ারি রয়েছে। এক সময় অবৈধ বোমা মেশিন দিয়ে পাথর উত্তোলন করায় পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে পড়ে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ও ২ নভেম্বর ২০২০ তারিখের নির্দেশনা অনুযায়ী সব পাথর কোয়ারি ইজারা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার, ৮ ভাদ্র ১৪২৯
২৩ আগস্ট ২০২২
দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব ১০০

P-4
Ittefaq
23 Aug 2022

Bangladesh Tourism Board
(National Tourism Organisation)
Parjatan Bhaban, West Agargoan,
Sher e Banglanagar (Administrative Area), Dhaka-1207.

Invitation for Tender Notice (Re-Tender)

1.	Ministry/Division	Ministry of Civil Aviation and Tourism
2.	Procuring Entity Name	Bangladesh Tourism Board (BTB)
3.	Procuring Entity District	Dhaka
4.	Invitation for	Non-Consulting Services for Organizing World Tourism Day-2022
5.	Invitation Ref No	30.33.0000.221.39.002.22
KEY INFORMATION		
6.	Procurement Method	Open Tender Method (OTM)
FUNDING INFORMATION		
7.	Budget & Source of Funds	GOB
PARTICULAR INFORMATION		
8.	Tender Publication Date	23 Auguest 2022
9.	Place, Last Date and Time of Selling Tender Documents	**Planning & Research Section, Bangladesh Tourism Board** Level-9, Parjatan Bhaban, West Agargoan, Sher e Banglanagar (Administrative Area), Dhaka-1207 23 Auguest 2022, 03.00 pm
10.	Last Date and Time of Submission of Tender Documents	30 August 2022, 01.00 pm
11.	Tender Opening Date and Time	30 August 2022, 02.00 pm
12.	Place of Submission	Office of the Chief Executive Officer Bangladesh Tourism Board Level-9, Parjatan Bhaban, West Agargoan, Sher e Banglanagar (Administrative Area), Dhaka-1207
13.	Place of Opening	Office of the Chief Executive Officer Bangladesh Tourism Board Level-9, Parjatan Bhaban, West Agargoan, Sher e Banglanagar (Administrative Area), Dhaka-1207
INFORMATION FOR TENDERER		
14.	Brief Eligibility and Qualification of Tenderer	a) At Least 5 (Five) Years' Experience Event Management in Organizing Conference/ Festival/Programs/Event/Carnival in Bangladesh. b) Experience of Organizing at least 05 (Five) National/International Events in The Last 5 Years. c) Updated Trade License as Advertising Firm/Event Management Firm (2021-22) d) Credit Line/Liquid asset of Minimum BDT 1 (One) Core e) VAT Registration Certificate. f) Updated Income Tax Certificate (till 2021-22 tax years). g) Audited Financial Report of last 3 (three) years (2019, 2020, 2021). h) Other Condition as specified in TOR and PPR-2008.
15.	Brief Description of Services	a) Event Management Services for Organizing World Tourism Day. b) Venue Decoration, Outdoor Branding, Design and Supply Program Materials.
16.	Price of Tender Document (Tk)	**Tk. 1000/- (One thousand) Non-Refundable**
17.	Tender Security	Tk. 1,40,000.00 (One lakh Forty Thousand) in the form of Pay Order in favour of Chief Executive Officer, Bangladesh Tourism Board.
PROCURING ENTITY DETAILS		
18.	Name & Designation of Official Inviting Tender	Mohammad Saiful Hassan Deputy Director (Planning& Research) Bangladesh Tourism Board Level-9, Parjatan Bhaban, West Agargoan, Sher e Banglanagar (Administrative Area), Dhaka-1207

The Procuring Entity reserves the right to reject any or all tenders or annul the Tender proceedings without assigning any reason.

Sd/-
(Mohammad Saiful Hassan)
Deputy Director (Planning & Research)
Bangladesh Tourism Board

দশমিনায় সরকারি ১৩ কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

P-7, Ittefaq, 22 August 2022

দশমিনা (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

শমিনায় বিভিন্ন দপ্তরের ১৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া
য়েছে। সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করার অভিযোগে উপজেলা
র্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল ১৩ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ১৭ আগস্ট
ারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে তিন কার্যদিবসের মধ্যে সুনির্দিষ্ট লিখিত জবাব দেওয়ার
থা বলেন। ঐ নোটিশের অনুলিপি পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের
র্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে।

যাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী
া. মকবুল হোসেন, পল্লি বিদ্যুতের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার মো. আবুল
লাম, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সেলিম মিয়া, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো.
নিরুল হক, নির্বাচন কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
ভারপ্রাপ্ত) মো. আল মামুন, সিপিপির সহকারী পরিচালক মো. শাহাবুদ্দিন মিয়া, সাব
জিস্ট্রার কর্মকর্তা মো. মোবারক হোসেন, মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহাবুব আলম
লুকদার, ডা. মো. রোকনুজ্জামান, পোস্ট মাস্টার সেলিম রেজা, বিটিসিএল ইনচার্জ
া. রফিক এবং গ্রামীণ ব্যাংক ম্যানেজার মো. আলাউদ্দিন। এ বিষয় একাধিক
র্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, কারণ দর্শানোর নোটিশের কথা
নেছি। কিন্তু এখনো হাতে পাইনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল ইত্তেফাককে বলেন,
াকদিবস শুধু জাতীয় নয়, এটা আমাদের বাঙালির ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার
ঙ্গে জড়িত। যেখানে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহিদ হয়েছিলেন। এখানে আমাদের
রকারি দায়িত্বের পাশাপাশি সংবেদনশীলতা বেশি থাকা উচিত। ভবিষ্যতে যেন এ
নের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ফিচার

নান্দনিক রূপে সিলেটের ধোপাদিঘি

P-4, [illegible], Ittefaq
29 Oct. 2022

● হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী [সিলেট অফিস]

সিলেট শহরকে এক সময় বলা হতো 'দিঘির শহর'। কলকল-ছলছল রবে বহে যাওয়া সুরমার পাশে গড়ে সিলেট নগরীজুড়ে ছিল দিঘি। আসান প্যাটার্নের বাড়ির সামনে পিছনে ছিল দিঘি। বিশাল আকৃতির দিঘি থাকায় ওইসব দিঘির নামেই পাড়া-মহল্লার নামকরণ হয়। এখন মহল্লার পরিচিতি থাকলেও ছবির মতো মনোরম এই শহরের বেশিরভাগ দিঘির কোনো অস্তিত্ব নেই। সেখানে উঠেছে বহুতল দালান কোঠা। নির্মল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা এই শহরের বাসিন্দারা কয়েক দশকে হাফিয়ে উঠেছেন। তারা শ্বাসরুদ্ধকর এই জীবন থেকে মুক্তির প্রহর গুনছেন। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শহরবাসী তাদের প্রাণের শহর ফিরে পাওয়ার আকুতি জানাচ্ছেন। এরই প্রেক্ষিতে নগরীর ছয় একরের ধোপাদিঘিকে সংস্কার করে দেওয়া হয়েছে নান্দনিক রূপ। ভারত সরকারের অর্থায়নে পুকুরের চারপাশে নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে। বাঁধানো হয়েছে একাধিক ঘাট। ফলে বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলমল হয়ে ওঠে ধোপাদিঘি। এলাকাটি এখন নির্মল হাওয়া উপভোগ করার স্থানে পারিণত হয়েছে।

সিলেটের পুরানো কারাগারের পাশের দিঘিটিতে কোনো এক কালে স্থানীয় ধোপারা কাপড় ধোয়ার কাজ করতেন। সে থেকেই ধোপাদিঘি। এলাকার নাম ধোপাদিঘিরপাড়।

দিঘিটি সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অর্থায়নে 'বিউটিফিকেশন অব ধোপাদিঘি' প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৮ সালে। প্রকল্পের অধীনে দিঘি খনন, চারপাশে দৃষ্টিনন্দন ওয়াকওয়ে নির্মাণ, রেলিং ও লাইটপোস্ট বসানো হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ২০১৮ সালের শেষদিকে ধোপাদিঘি দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালায় সিটি করপোরেশন। ২০২০ সালের জুনে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু হয়নি। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুরোদমে শুরু হয় প্রকল্পের কাজ। প্রকল্পে ভারত সরকার ২১ কোটি ৮৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা অর্থায়ন করে। সংস্কারের কাজ শুরুর পূর্বে ঐতিহ্যবাহী এই দিঘিতে পানি ছিল ৩ দশমিক ৪১ একর জায়গাজুড়ে। চারপাশে দখল হওয়া জায়গা উদ্ধারের পর পানির সীমানা বেড়ে কমপক্ষে ৩ দশমিক ৭৫ একরে উন্নীত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী নান্দনিক এই ধোপাদিঘির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০২২ সালের ১১ জুন। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, তৎকালীন ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী মিলে 'নান্দনিক ধোপাদিঘি'র উদ্বোধন করেন।

সিলেটে এরকম একটি প্রকল্পের চাহিদা ছিল দীর্ঘদিন থেকে এবং তা পূরণ হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য দিঘি খনন, ওয়াকওয়ে নির্মাণ, ঘাট বাঁধানো আর পাড় সংরক্ষণই ছিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এখন এটি নগরের গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে। নির্মল পরিবেশে হাঁটাচলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে দিঘির চারদিকে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসে এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'ধোপাদিঘি রক্ষা করতেই সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দিঘি এলাকা সবার জন্য উন্মুক্ত।' সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী নূর আজিজুর রহমান বলেন, 'পরিবেশবাদীদের দাবি ছিল এখানে রেস্টুরেন্ট না করার। তাই আমরা সেটা করিনি। পুকুরের তলদেশও পাকা করিনি।'

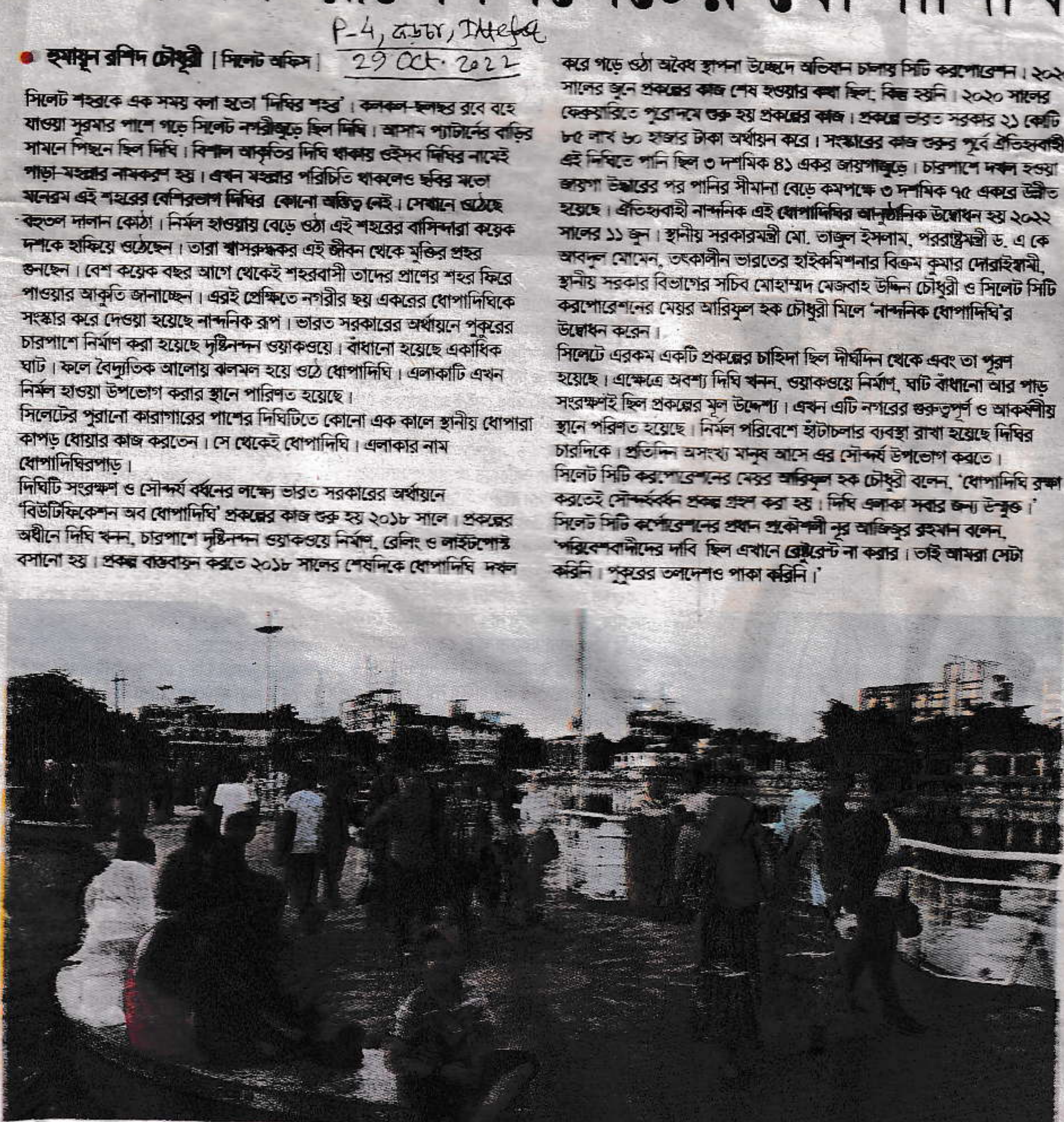

মহিলা অঙ্গন
ittefaq.mohilaongon@gmail.com

P-14 Ittefaq 31 Oct. 2022

শিশুর যত্নে 'বেবি কেয়ার' প্রশিক্ষণে অনবদ্য নারী

অমিতা সিনহা

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি বিকশিত করতে সরকার নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্মের নারীদের উদ্বুদ্ধ করণে ইতিমধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মেয়াদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণও দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সম্প্রতি এসব মেয়াদি প্রশিক্ষণের মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন নতুন প্রশিক্ষণ যোগ হয়েছে। তারমধ্যে 'বেবি কেয়ার' প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের বেশ আকৃষ্ট করেছে। একটি শিশুকে জন্মের পর কীভাবে যত্ন নিতে হয়, কীভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনে বিশেষভাবে পরিচর্যা করতে হয়। এসব বিষয়বস্তুর প্রতি এই প্রজন্মের নারীরা আরো বেশি অনবদ্য হচ্ছেন।

সরেজমিনে অনুসন্ধানকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিলেট শিবগঞ্জের বাসিন্দা তরুণী ফারহানা জিন্দনী (২৩) প্রতিবেদককে বলেন, সরকার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর নারীদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণের প্রচার-প্রচারণা শহরের এলাকায় বেশ চোখে পড়ার মতো। আমি আমার বাসার সম্মুখের দেওয়ালে লাগানো লিফলেট পড়ে নিজে কম্পিউটার দিয়ে আবেদন করি। এরপর সেখানে ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি 'বেবি কেয়ারের' ওপর। অনার্সপড়ুয়া ছাত্রী ফারহানা জানান, আগে বেবি কেয়ার সম্বন্ধে তেমন একটা ধারণা ছিল না। সেখানে প্রশিক্ষণের পর জানতে পেরেছি, কীভাবে শিশুদের যত্ন নিতে হয়, কীভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিচর্যা করতে হয়। এই প্রশিক্ষণ আমার খুবই ভালোলাগার বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। কেননা এই প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই নতুন বলা যায়। যার দরুন এমন প্রশিক্ষণ খুব কমই দেখা যায়। ইচ্ছা আছে বেবি কেয়ার প্রশিক্ষণটি কাজে লাগিয়ে একটি ডে কেয়ার সেন্টার করার। পাশাপাশি আমি নিজে উদ্যোক্তা হয়ে অন্যদেরকেও বেবি কেয়ারের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করব এবং তাদের কর্মসংস্থানের সিঁড়ি গড়ার।

এদিকে সিলেট উপশহরের বাসিন্দা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভক্তি রাণী দাস (২৪) বলেন, সরকারি ট্রেনিং সেন্টার থেকে ৪০দিনের একটি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম নিজের একটি বেবি নেব বলে। নতুন বিয়ে হয়েছে। কীভাবে বাচ্চাদের লালন-পালন করতে হবে সেই ধারণা জানতে। এখন 'বেবি কেয়ার' প্রশিক্ষণ পেয়ে অজানা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। শিখতে পেরেছি। তিনি আরও জানান, একটা বাচ্চার শারীরিক ও মানসিক গঠনে যারা যুক্ত আছেন, তাদেরকে অবশ্যই এই প্রশিক্ষণটি জানা খুবই জরুরি।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প জাতীয় মহিলা সংস্থা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিলেট শাখার কর্মকর্তা শাহ মো. আলী আকরাম প্রতিবেদককে বলেন, নারীদের কর্মসংস্থা গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে অস্বচ্ছল নারীদেরকে বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যেন যে কোনো জায়গাতে এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে যে সাতটি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে বেবি কেয়ার প্রশিক্ষণ একেবারেই নতুন বলা যায়। তাছাড়া হাউজ কিপারও মোটামুটি নতুন বলা যায়। এছাড়া এখানে হাতের কাজের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। নতুন প্রজন্মের নারীরা এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেশ আগ্রহের সহিত মনোযোগ দিয়ে কাজ শিখে যাচ্ছেন।

চলতি বছর ২১ জনের মৃত্যু

হবিগঞ্জে বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র স্থাপনে ধীরগতি

Ittefaq, P-5, 22 Oct. 2022

■ হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

অর্থবছর শেষ হলেও হবিগঞ্জের সব উপজেলায় বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র (লাইটিং এরেস্টার মেশিন) স্থাপন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। কাজ বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গত অর্থবছরে (২০২১-২২) হবিগঞ্জ জেলায় বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র স্থাপনের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। এর মধ্যে বাহুবল উপজেলায় ১৫ লাখ, নবীগঞ্জে ৩০ লাখ, বানিয়াচঙ্গে ৪৫ লাখ, আজমিরিগঞ্জে ৩০ লাখ, হবিগঞ্জ সদরে ১৫ লাখ, লাখাইয়ে ২৫ লাখ, শায়েস্তাগঞ্জে ১০ লাখ, চুনারুঘাটে ১৫ লাখ ও মাধবপুরে ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবিগঞ্জ সদর, লাখাই শায়েস্তাগঞ্জ ও নবীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র স্থাপনের কাজ শেষ হয়নি। আজমিরিগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী জানান, পৌরএলাকাসহ ছয়টি স্থানে বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। নবীগঞ্জ উপজেলায় বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র বসানোর কাজ শেষ না হওয়ার ব্যাপারে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. তাজ উদ্দিন বলেন, ভাটি এলাকা থেকে পানি সরে না যাওয়ায় মেশিন বসাতে বিলম্ব হচ্ছে। তিনি বলেন, খুব তাড়াতাড়ি এ কাজ শেষ করা হবে। বানিয়াচঙ্গ উপজেলায় সাতটি জায়গায় বসানোর কথা থাকলেও তিনটি স্থানে এ যন্ত্র বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।

হবিগঞ্জ : মাধবপুর উপজেলায় স্থাপিত বজ্রপাতনিরোধক যন্ত্র —ইত্তেফাক

আইওটি সুবিধা থাকবে। এর মাধ্যমে যন্ত্রটি কি পরিমাণ বজ্রপাত প্রতিরোধ করেছে তা জানা সহজ হবে। সাধারণ বজ্রনিরোধক যন্ত্রের চেয়ে এর মূল্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা বেশি। জেলা দুর্যোগ ও পুনর্বাসন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন জানান, নিচু এলাকায় পানি শুকিয়ে গেলেই যন্ত্র বসানোর কাজ শেষ হবে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলায় বজ্রপাতে ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সিলেটের অর্থনৈতিক অগ্রগতি

কৃষি ও পর্যটনের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর আহ্বান

P-14, Ittefaq, 23 Oct, 2022

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সিলেট জেলার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিজ, শিল্প ও পর্যটনের সম্ভাবনাকে যথাযথরূপে কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়েছে এক কর্মশালায়। একই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছ থেকে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ এবং সেই লক্ষ্যে দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেছেন। গতকাল শনিবার সিলেট সার্কিট হাউজ সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত 'লোকাল লেভেল স্টেকহোল্ডার অনসালটেশন অন ইনক্লুসিভ, স্মুথ অ্যান্ড সাসটেইনেবল এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। সিলেট জেলা প্রশাসন ও সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহায়তায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-র সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প উক্ত কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইআরডির সচিব শরিফা খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি তাহমিন আহমেদ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১
পর্যালোচনাসভায় স্বল্পোন্নত দে
উত্তরণের সব মানদণ্ড পূরণে সক্ষম
সিডিপি ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল প
বছরব্যাপী প্রস্তুতিকালসহ বাং
উত্তরণ সুপারিশ করেছে। ফলে প
প্রস্তুতিকাল শেষে বাংলাদেশ নভেম্ব
সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিক
বেরিয়ে আসবে। এই উত্তরণ প্রক্রিয়া
টেকসই করতে স্থানীয় পর্যায়েও ক
আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইআর
শরিফা খান বলেন, স্বল্পোন্নত দে
উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত
একটি বিষয়, যার ফলে আন্তর্জাতিক
আমাদের মর্যাদা বাড়বে। সিলেট
সভাপতি তাহমিন আহমেদ তার
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে
লোকবলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশি
কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর
করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য
ইআরডির অতিরিক্ত সচিব ও এসএ
প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ফরিদ অ
বক্তারা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উ
প্রেক্ষাপটে স্থানীয় শিল্প খাত বিশেষত
শিল্প ও রপ্তানি খাতসমূহকে
উৎপাদনশীল ও বহুমুখী করার
গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি নারী ও
মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য অ
ব্যবসাবান্ধব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি